ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-146 ■ 4 March, 2025 ■ আগরতলা ৪ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এক বছরের ব্যবধানে নারী ঋণগৃহীতার প্রবৃদ্ধি ৪২ শতাংশ ঃ নীতি আয়োগ

নয়াদিল্লি, ০৩ মার্চ।। ''ঋণগ্রহীতা থেকে নির্মাতা: ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা'' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আজ নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগের সিইও বি ভি আর সুব্রহ্মণ্যম এই রিপোর্টটি পেশ করেছেন। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা ঋণ চাইছেন এবং সক্রিয়ভাবে তাঁদের ক্রেডিট স্কোরের উপর নজর রাখছেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ কোটি ৭০ লাখ নারী ঋণের বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন, যা আগের বছরের তুলনায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সচেতনতার ইঙ্গিত। নীতি আয়োগ এবং মাইক্রোসেভ কনসাল্টিং (এমএসসি)-এর উইমেন এন্টারপ্রেনারশিপ প্ল্যাটফর্ম (ডব্লিউইপি) ট্রান্সইউনিয়ন সিবিল এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে।

রিপোর্ট প্রকাশকালে নীতি আয়োগের সিইও বি ভি আর সুব্রহ্মণ্যম মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষমতায়নে জটিল আর্থিক ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'সরকার স্বীকার করে যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের সুবিধা একটি মৌলিক উপাদান। উইমেন এন্টারপ্রেনারশিপ প্ল্যাটফর্ম (ডব্লিউইপি) একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে যা আর্থিক সাক্ষরতা, ঋণ, মেন্টরশিপ এবং বাজার সংযোগকে উৎসাহিত করে। তবে, ন্যায়সঙ্গত আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নারীর চাহিদা অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তিমূলক পণ্য ডিজাইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এবং কাঠামোগত বাধাগুলো মোকাবিলায় নীতিগত উদ্যোগ এই গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে ডব্লিউইপির তত্ত্বাবধানে ফাইন্যান্সিং উইমেন কোলাবোরেটিভ (এফডব্লিউসি) গঠন করা হয়েছে।'' তিনি বলেন, ''আমরা এফডব্লিউসিতে যোগ দিতে এবং এই মিশনে অবদান রাখতে আর্থিক খাতের আরও অংশীদারদের চাই।''

নীতি আয়োগের প্রিন্সিপাল ইকনমিক অ্যাডভাইজার তথা ডব্লিউইপি এর মিশন ডিরেক্টর আন্না রায় বলেন, 'ভারতে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করার একটি উপায় হল মহিলা উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করা। এটি ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কার্যকর কৌশল হিসাবেও কাজ করে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে ১৫০ থেকে ১৭০ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং শ্রমশক্তিতে নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করতে পারে।''

প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে যে, ঋণ নিয়ে মহিলাদের পর্যবেক্ষণ করার হার ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ১৯.৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ১৭.৮৯ শতাংশ ছিল। মেট্রো অঞ্চলগুলির তুলনায় নন-মেট্রো অঞ্চলগুলির মহিলারা আরও বেশি সক্রিয়ভাবে তাদের ঋণের বিষয়ে স্ব-পর্যবেক্ষণ করছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জিএম (নির্মাণ) সহ প্রতিনিধিদের আলোচনা সচিবালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। আজ এনএফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (কনস্ট্রাকশন) অরুণ কুমার চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা'র সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় রাজ্যের রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিনিধিদলটির সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা হয়।

আলোচনায় রেলওয়ে লাইনের বৈদ্যুতিকরণের অগ্রগতি, বদরপুর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত বৈদ্যুতিক যাত্রীবাহী ট্রেন চালু করা, সিঙ্গেল লাইন রেলওয়ে ট্র্যাককে ডাবল লাইন ট্র্যাকে রূপান্তর করা, আগরতলা-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি রেল পরিষেবা চালু করা, ২৩টি রেলওয়ে ওভারব্রীজ তৈরির বর্তমান অবস্থা, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আওতায় আগরতলা, ধর্মনগর এবং উদয়পুর রেল স্টেশনকে আধুনিকমানের রেল স্টেশনে পরিণত করা, আগরতলা-জম্মু, আগরতলা-পুরী এবং আগরতলা-গয়া এক্সপ্রেস ট্রেন চালু পেঁচারথল থেকে কৈলাসহর হয়ে ধর্মনগর পর্যন্ত বিকল্প রেল লাইনের ব্যবস্থা, জিরানীয়া রেল স্টেশন থেকে বোধজংনগর এবং আরকেনগর শিল্পনগরী পর্যন্ত রেল সংযোগ, সাবুম রেল স্টেশন থেকে সাব্রুম ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, গুয়াহাটি থেকে আগরতলা পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু সহ সেকেরকোটে ফুয়েল স্টোরেজ ডিপো নির্মাণের অগ্রগতি এবং আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন স্টেশনগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আগরতলা রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের রেল স্টেশনে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। সাক্ষাৎকালে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এবং পরিবহণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব মৈত্রী দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্য পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজ্যে রেল পরিষেবার আরও উন্নয়নকল্পে আজ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এইদিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবগত করিয়ে সেগুলোর সমাধানের জন্য উনার হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য কামনা করে উনার হাতে একটি পত্র তুলে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী উত্থাপিত বিষয়গুলো খুবই ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে শুনেন এবং সেগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিনের সাক্ষাৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। প্রেমিকের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করল প্রেমিকা। জানা গেছে আগরতলা পূর্ব থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া দত্তপাড়া এলাকার জগদীশ দেবনাথ এর ছেলে জয়দীপ দেবনাথ এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত লঙ্কামুড়া এলাকার এক যুবতী মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অভিযোগ জয়দীপ দেবনাথ মেয়েটিকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। আরো অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরিক দলগুলিকে নিয়েই এডিসি নির্বাচনে লড়বে বিজেপি ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। আগামী স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপির শরিক দল গুলির সাথে হাত করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে। বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সুবিশাল জনসভাকে সামনে রেখে আজ কৃষ্ণপুর মন্ডলের সাংগঠনিক বৈঠকে এমনটাই বলেন প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

আজ বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে চাকমা ঘাট কমিউনিটি হল গৃহে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিজেপি প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত বিজেপি নেতৃত্বরা।

এদিনের ওই সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত সবার পূর্বে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করেন বিজেপি কমিটির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।পরে কমিউনিটি হল গৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ওই দিনের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। পরে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে। এই দিনের ওই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৯ মার্চ আগরতলা আস্তাবল ময়দানে আয়োজিত বিজেপির দ্বিতীয় সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত থাকার বার্তা দিলেন বিজেপি প্রদেশ কমিটির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য।

ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নেতৃত্বদের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহ প্রবেশের দিনেই আত্মঘাতী হলেন বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। নতুন ঘরের গৃহপ্রবেশের দিনই আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনা দক্ষিণ হুরুয়া তিন নম্বর ওয়ার্ডে। দক্ষিণ হুড়ুয়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজন দাসের স্ত্রী মৌসুমী দেব দাস নতুন ঘরের গৃহপ্রবেশের দিনই আত্মঘাতী হন। দুপুরে হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, রাত ১১:৪০ নাগাদ রাজন দাস তার পুরাতন বাড়িতে স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় খুঁজে পান। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জানা যায়, মৌসুমী দেব দাস আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পুলিশ জানতে পারবে ঘটনার প্রকৃত রহস্য। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পর্যটনের উন্নয়নে রাজ্য আরও ১৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। ত্রিপুরার পর্যটনের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরো ১৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ত্রিপুরা ট্যুরিজম। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আজ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন দপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী আদরণীয় শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সাথে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের চলমান বিভিন্ন কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত করিয়ে পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়নে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তোলে দিই। মাননীয় কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়নে সকল ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। এই সাক্ষাৎ পর্বে আমার সাথে পর্যটন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে

আজ ঊনকোটি জেলায় ৩৪ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। ৪ মার্চ উনকোটি জেলায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই পর্যায়ে মোট ৩৪টি প্রকল্পে গোটা অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এসকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যে অন্যতম রয়েছে - উনকোটি জেলাশাসক অফিসের নতুন ভবন, মহকুমা শাসক কার্য্যালয়, জেলা পরিবহন অফিস, ভেটেরিনারি জেলা হাসপাতাল, একটি নতুন ডি-অ্যাডিকশন জেলা হাসপাতাল, সমাজকল্যাণ দপ্তরের ডিআইএসই অফিস, সিডিপিও অফিস, একটি চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন, তিনটি তহশিল ভবন, একটি নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তিনটি স্কুল ভবন এবং প্রত্যন্ত এলাকায় সরবরাহের জন্য দুটি পানীয়জল প্রকল্প। এছাড়াও, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে একটি বাজার শেডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে চণ্ডিপুর ব্লক প্রাঙ্গনে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পরিবহন দপ্তরের সচিব চন্দ্র কুমার জমাতিয়া এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

রাজ্যের সকল অংশের নাগরিকদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকাঠামো, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ত্রিপুরা সরকার। আর এসকল জনমুখী উদ্যোগ রাজ্যের অগ্রগতিকে আরও জোরদার করবে এবং বিকাশের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।

মায়ানমার সীমান্ত থেকে উদ্ধার অপহৃত পলিটেকনিক ছাত্র

তদন্তের দাবি সিপিএমের

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

ধর্মনগর, ৩ মার্চ।। ধর্মনগর বাগবাসা পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র মোহম্মদ ইকবাল হোসেনকে মিজোরাম-মায়ানমার সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়। মোঃ ইকবাল অপহরণ কাণ্ড নিয়ে সিপিএম দল সরব হয়েছে। সিপিএম দলের এক প্রতিনিধি দল মোহাম্মদ ইকবালের বাড়িতে ছুটে যায় এবং সমস্ত ঘটনা অবহিত হওয়ার পর ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি করেছে।

চোরাইবাড়ি পাথর ব্যবসায়ী জাকির হোসেনের পুত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মোহাম্মদ ইকবাল গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ ধর্মনগর নয়াপাড়া জিপ ষ্ট্যাণ্ড থেকে চূড়াইবাড়ি যাওয়ার জন্য একটি গাড়িতে উঠে। গাড়ি থেকেই মাকে ফোনে জানায় যে, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এরপর থেকে তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। গভীর রাত হওয়া সত্ত্বেও সে বাড়িতে ফিরে না আসার কারণে পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফিরে না আসার কারণে পরিবারের লোকজন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পাথর ব্যবসায়ী, নর্থ ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ মার্চ রাজ্যে জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।। এবছরের প্রথম জাতীয় লোক আদালত আগামী ৮ মার্চ (শনিবার) ত্রিপুরা উচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। আদালতের কাজ শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। এতে ৩০টি বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপন করা হবে বলে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত থেকে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগে বন্ধ হল রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মার্চ।। ৪০ বছর পর অবশেষে রাস্তা পেলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে কৈলাশহর পুরপরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে। স্থানীয়দের জায়গা দখল করেই নির্মিত হচ্ছে রাস্তা। অভিযোগে নেই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন এক স্থানীয় নাগরিক। ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডের লংলিরপাড় এলাকার মানুষ দুই ফুট রাস্তার উপর দিয়েই চলাফেরা করতো। পুরসভা এলাকায় থেকেও রাস্তার কারনে লংলিরপাড় এলাকার মানুষ সবকিছু থেকে বঞ্চিত ছিল। লংলিরপাড় এলাকায় কোনো ধরনের গাড়ি কিংবা অটো রিক্সা অব্দি যেতে পারে না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এলাকাবাসীরা উপযুক্ত রাস্তাঘাটের জন্য দাবী করে আসলেও কেউ রাস্তা নির্মানের উদ্যোগ নেয়নি।

অবশেষে, সাম্প্রতিককালে পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে লংলিরপাড় এলাকায় রাস্তা নির্মানের দরপত্র আহ্বান করলে স্থানীয় এক প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার এই রাস্তার কাজের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলিয়ারকান্দি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মার্চ।। তেসরা মার্চ সোমবার বিকেলে ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ প্রধানের বিরুদ্ধে ছয় জন পঞ্চায়েত সদস্য লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় ঊনকোটি জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে থাকা এগারো আসন বিশিষ্ট ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি দলের দখলে ছিল। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে সারা রাজ্যের সাথে কৈলাসহর মন্ডলেও নতুন সভাপতি নিয়োগ করার পর থেকে কৈলাসহর মন্ডলের অধীনে থাকা একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দলের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। গত পয়লা মার্চ কৈলাসহর মন্ডলের অধীনে থাকা নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি দলের হাতছাড়া হবার পর এবার ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত। ১১ আসন বিশিষ্ট ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সাতজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ছিল এবং কংগ্রেস দলের চারজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ছিল। বিজেপিদল ধলিয়ারকান্দি পঞ্চায়েতটি দখল করার পর বিজেপি দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য রেবা রানী বিশ্বাসকে প্রধান এবং বিজেপি দলের অপর নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য তোফাইল আহমেদকে উপ প্রধান করেছিল।

তেসরা মার্চ সোমবার বিকেলে ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২১ মার্চ থেকে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। আগামী ২১ মার্চ থেকে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগামী ২১ মার্চ, ২০২৫ সকাল ১১ টায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সস্থিত বিধানসভা ভবনে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে দিল্লি গেলেন রাজ্যের কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে দিল্লি উদ্দেশ্য রওয়ানা দিলেন ১০টি ব্যাচে ২০ জন। আজ রাজধানী এক্সপ্রেসে কৃষকদের রওয়ানা করিয়েছেন খোদ কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীনাথ বলেন, গ্রামে না গেলে বোঝা যাবে না রাজ্যের কৃষকদের কতটা উন্নয়ন হচ্ছে। আগামী দিন তাদের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে আরো বেশি ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যায় সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে দিল্লিতে প্রশিক্ষণে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে প্রতিনিয়ত কাজ করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, রাজ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করারও কাজ হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত ফসলের জাত, কৃষি যন্ত্রপাতি, নির্ভুল কৃষিকাজ, সুরক্ষিত চাষ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষি কৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে। কৃষকরা আইএআরআই বিজ্ঞানীদের সাথে দেখা করার, গবেষণা ক্ষেত্র পরিদর্শন এবং ব্যবহারিক প্রদর্শনী দেখার সুযোগও পাবে।

ত্রিপুরা সরকারের কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাদের কৃষি জ্ঞান উন্নত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে'', তিনি বলেন। মন্ত্রী বলেন,ধলাইয়ের কেভিকে-র প্রধান, অভিজিৎ দেবনাথ কৃষকদের সকল ব্যাচের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন এবং এই উদ্যোগ ত্রিপুরার কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাগরণ আগরতলা,৪ মার্চ, ২০২৫ ইং
১৯ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিপর্যয়ের প্রহর গুনছে পাকিস্তান

ভারত বিরোধিতার চরম পর্য্যায়ে পৌঁছেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়িত পরিবার পেছনে পাকিস্তানের প্রচ্ছন্ন মদত রহিয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। পাকিস্তানের একটাই লক্ষ্য বাংলাদেশকে করায়ত্ব করিয়া ভারত বিরোধিতা আরো জোরদার করা। পাকিস্তান ভারতকে কোনঠাসা পরিবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন পাল্টা হোঁচট খাইতেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান একের পর এক হোঁচট খাইয়া মানসিক চাপে পড়িতে শুরু করিয়াছে। একদিকে আর্থিক সংকট অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা পাকিস্তানকে আরো সংকটে ফেলিয়াছে। তারা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইতে শুরু করিয়াছে। অযৌক্তিক ভাবে ভারতের বিভিন্ন কাজে বিরোধিতা করা তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। শুধুমাত্র বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা নিয়েই তাহাদের চুলকানি নয়, ভারতের নানা দিক দিয়া উন্নয়ন ও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার বিষয়গুলিও তাহারা যেন মানিয়া নিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করিয়া একের পর এক হোঁচট খাইতে শুরু করিয়াছে। দেশের শিল্প কলকারখানা লাটে উঠিয়াছে। সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপ তাহাদের অন্যতম শিল্পে পরিণত হইয়াছে। প্রতিটি পদে পদে ইহার খেসারত ভোগ করিতে হইতেছে পাকিস্তানকে। একের পর এক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে করিতে আর্থিক দিক দিয়া রীতিমতো দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে পাক সরকার। বিশ্বব্যাংক সহ বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানের এইসব অনৈতিক কাজকর্ম মোটেই পছন্দ করিতেছে না। সেই কারণে পাকিস্তানের প্রতি বিরাট ভাজন হইয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাহাদের বিভিন্ন সহায়তা বন্ধ করিয়া দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনীর খাদ্যের যোগান এবং যানবাহনের জ্বালানের যোগান পর্য্যন্ত সঠিকভাবে বহন করিতে পারিতেছে না। দ্রব্যমূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেসব দেশের উপর নির্ভর করিয়া পাকিস্তান বাঁচিয়া রহিয়াছিল সেই সব দেশ ধীরে ধীরে তাহাদের উপর আশীর্বাদ প্রত্যাহার করিয়া নেবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাহারা রীতিমতো কাঙ্গালে পরিণত হইয়াছে। এবার কাঙাল পাকিস্তানের মাথায় বাজ! জিন্নাহর দেশকে আরও বিপদে ফেলিয়া বড় ঘোষণা আমেরিকার। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা পাকিস্তানের জন্য আমেরিকা থেকে খুব খারাপ খবর আসিয়াছে। 'পাকিস্তান বর্তমানে দারিদ্যতা, খাদ্যাভাব এবং নিজের দেশে বাড়ি য়া ওঠা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার রেকর্ড হারে নামিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৭ মিলিয়ন ডলার, যা কয়েক সপ্তাহের আমদানির জন্যও অপর্যাপ্ত।'বিশ্বব্যাংক থেকে পাকিস্তানের কোটি কোটি টাকার ঋণ রহিয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্তানকে যে কিস্তি দিতে হইয়াছে তাহাতে বিশ্বব্যাংকের বড় অংশ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান এই পুরনো ঋণ পুনর্গঠন করিতে চায়। এখন ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন ব্যক্তিকে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের আসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই পাকিস্তানের হৃদস্পন্দন বাড়িয়া যাইবে। তবে এত বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়ম-কানুন মানিয়াই সিদ্ধান্ত নিবেন। পাকিস্তান যদি ঋণের কিস্তি পরিশোধ করিতে না পারে এবং দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে বিশ্বব্যাংক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

দুগ্ধ সেক্টর দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার নতুন দিল্লিতে দুগ্ধ খাতে সাস্টেনেবিলিটি এবং সার্কুলারিটির উপর কর্মশালার উদ্বোধন করেছেন। এই কর্মশালাটি পরিবেশগত দায়বদ্ধতার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থায়ী দুগ্ধ চাষের প্রচারের লক্ষ্যে সমবায় মন্ত্রক এবং পশুপালন, দুগ্ধ ও মৎস্য মন্ত্রকের নীতি ও উদ্যোগের উপর আলোকপাত করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ কর্মশালার উদ্বোধনের পর বলেছেন, 'আমাদের দুগ্ধ সেক্টর দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু একই সময়ে, এটি গ্রামীণ এলাকা, ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের সমৃদ্ধ করতে একটি বিশাল অবদান রাখে। এটি আমাদের দেশের পুষ্টির যত্ন নেয়, প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের সামনে দু''টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বিকশিত দেশে পরিণত হওয়া। আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা একভাবে ছোট কৃষকদের উপর ভিত্তি করে।'

ভাটিন্ডায় মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান, ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ দখল

ভাটিন্ডা, ৩ মার্চ (হি.স.): পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় মাদকের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালালো পুলিশ ও প্রশাসন। ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল অবৈধ দখলে থাকা বাড়ি। সোমবার ভাটিন্ডা জেলায় একটি মাদকের হটস্পটে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ভাটিন্ডার এএসপি অমনীত কোন্ডাল বলেছেন, 'ভাটিন্ডার বীর তালাব এলাকাটি চিহ্নিত মাদকের হটস্পট। বীর তালাবের বাসিন্দা সুরজ সিংয়ের স্ত্রী কুলবিন্দর কৌর, বেআইনিভাবে সরকারি জমি ব্যবহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত, যার রিপোর্ট সিভিল প্রশাসন আমাদের কাছে দিয়েছিল।'

এএসপি আরও বলেছেন, 'প্রশাসন বলেছে, তাঁদের উচ্ছেদ অভিযানের জন্য পুলিশের সহায়তা প্রয়োজন যাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে। ৯টি এফআইআর ইতিমধ্যেই সুরজ সিংয়ের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি এনডিপিএস আইনের অধীনে এবং ৩টি মামলা আবগারি আইনের অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেটি ডিউটিতে সরকারি কর্মচারীকে বাধা দেওয়ার জন্য।'

"বন্যপ্রাণী মানুষের মতো সমান ভূমিকা নেয়", মন্তব্য শাহর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমাদের গ্রহকে স্থায়ী, বাসযোগ্য এবং একটি সুখী স্থান করে তুলতে বন্যপ্রাণী মানুষের মতো সমান ভূমিকা পালন করে। এই দিনটি বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং সংরক্ষণের আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করার অনুপ্রেরণা হোক।"

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮ তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের বাণিজ্য সম্মেলনে ৩ মার্চকে, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বের বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদকূলের প্রতি গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এই দিবসের মূল লক্ষ্য।

জাপানী শিবিরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বন্দীদের ভয়াবহ জীবন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছিল এবং থাইল্যান্ড থেকে বার্মা পর্যন্ত এক রেল লাইন নির্মাণে শ্রম দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল। এই রেলওয়ের নাম দেয়া হয়েছিল "ডেথ রেলওয়ে" অর্থাৎ মরণ রেলওয়ে, কারণ এটি তৈরি করতে গিয়ে অনাহার, রোগ-বালাই, বৈরি আবহাওয়া আর জাপানী সৈন্যদের নৃশংস আচরণে বহু যুদ্ধবন্দী প্রাণ হারায়। এমনি একজন ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দী ছিলেন সিরিল ডয়। বিবিসির ক্লেয়ার বোওজকে তিনি বলছিলেন যুদ্ধবন্দী হিসেবে তার অভিজ্ঞতার কথা। 'সেটা ছিল এক আদিম জীবন, ' বলছেন তিনি, 'আমরা সভ্যতা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম। ঢুকে পড়েছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে।' যে পাঁচ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও বহুকাল চলেছে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের "যৌনদাসী" বিতর্ক কেন আবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের গোপন খবর বয়ে বেড়াচ্ছেন যে নারী গুপ্তচর বন্দী জীবনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলছিলেন, 'আজকাল আমরা যাকে খুব সাধারণ ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র বলে মনে করি, যেমন খাবার প্লেট, টুথব্রাশ, তোয়ালে কিংবা গরম পানি - এসব কিছুই আমাদের ছিল না। আমাদের কাছে যা ছিল তাও সরিয়ে নেয়া হয়েছিল।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ১৯৪২ সালের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশদের শক্ত ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। সেই যুদ্ধে জাপান ছিল হিটলারের মিত্র-দেশ। সে সময় যে ৬০, ০০০ ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক হয় সিরিল ডয় ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। জনবসতি থেকে বহু দূরে থাইল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে তাকে শ্রম-দাস হিসেবে আটক রাখা হয়।

তিনি বলছেন, প্রতিটি ক্যাম্পে ছিল একজন করে কমান্ডেন্ট। ক্যাম্পগুলোকে পাহারা দিত কোরিয়ান সৈন্যরা। ক্যাম্পের চারিদিক ঘিরে ছিল না কোন কাঁটাতারের বেড়া। 'কিন্তু তারপরও আপনি সেখান থেকে পালাতে পারবেন না। কারণ সেখানে আশে পাশে কোন কিছু ছিল না। আমি যে ক্যাম্পে ছিলাম সেখানে তিন জন বন্দী পালানোর চেষ্টা করেছিল।' 'কিন্তু তিনজনই পরে ধরা পড়ে যায়। তাদের হত্যা করার আগে তাদের দিয়েই কবর খোঁড়ানো হয়। ঐ ধরনের মানুষই ছিল ক্যাম্পগুলোর দায়িত্বে।' থাইল্যান্ড থেকে বার্মা পর্যন্ত একটি রেল লাইন তৈরির কাজে জাপানীরা এই যুদ্ধবন্দীদের ব্যবহার করেছিল। এই রেলপথ দিয়ে তারা সৈন্য, খাবার, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য রসদ-পত্র আনা নেয়া করতো। এটা ছিল বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। পাহাড়-পর্বত কেটে, পাথর ভেঙে, জঙ্গল পরিষ্কার করে এই রেললাইন বসানো হয়েছিল।

'জাপানীরা কোনভাবে ইংরেজি শব্দ "স্পিড" (গতি) ব্যবহার করতে শিখেছিল। তাই তারা সব সময় "স্পিডো স্পিডো" বলে আমাদের ধমকা-ধমকি করতো।'

'তাই আমাদের সব সময় কাজ করে যেতে হতো। সরাতে হতো টনকে টন মাটি আর পাথর। বর্ষাকালে কাজ করতো হতো কাদা আর জলের মধ্য দিয়ে।' সিরিল ডয়-এর দায়িত্ব ছিল কোয়াই নামের এক নদীর আশেপাশে গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করা। এখানে একটি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছিল। পরে এই সেতুটিকে নিয়ে হলিউডে একটি ছায়াছবি তৈরি করা হয়। যার নাম ছিল: ব্রিজ অন দ্যা রিভার কোয়াই। ছবিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল জঙ্গল পরিষ্কারের সাথে সাথে নদীর খাড়া পারের মাটি কেটে নিচে নামিয়ে দেয়া। একাজ করতে গিয়ে আমরা নিয়মিতভাবে সাপের খপ্পরে পড়তাম। ওপর থেকে নেমে আসা সাপ সরিয়ে আমাদের কাজ করতে হতো।' কাজটা ছিল খুবই কঠিন এবং ছিল না কোন অবসর। দিনের কাজ শেষ হলে যুদ্ধবন্দীতে বোঝাই ক্যাম্পগুলোতে অবসন্ন শ্রম-দাসরা বেঘোরে ঘুমাতো। তাদের বিছানা ছিল বাঁশের তৈরি। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কোন স্থান ছিল না ক্যাম্পে।

'টয়লেট বলতো বোঝাতো খোলা পায়খানা। সেগুলো ছিল মূলত মাটিতে একটা গর্ত। তার পর কাঠের পাটাতন। তার ওপর বসে কাজটা সারতে হতো।' 'সেগুলো ছিল কিলবিলে পোকায় ভর্তি। ছিল না কোন টয়লেট পেপার। জঙ্গল থেকে আনা গাছের পাতা দিয়ে পরিষ্কার করতে হতো। ক্যাম্পে যা কিছু ঘটতো তার সাথে মানিয়ে চলার জন্য মনকে যতটা সম্ভব শক্ত রাখতে হতো।' কিন্তু কোনভাবে মনকে সবল রাখা সম্ভব হলেও দেহকে রোগমুক্ত রাখার কাজটা ছিল খুবই কঠিন। সারা দিনে খাবার দেয়া হতো মাত্র আধা-কাপ ভাত। ফলে পুষ্টির অভাবে বন্দীদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। 'ক্যাম্পে যে অসুখটা সবচেয়ে বেশি ছিল তা হলো বেরিবেরি। এই রোগে মানুষের পায়ে জল জমে। এবং সেগুলো হাতির পায়ের মতো ফুলে যায়। কারণ হচ্ছে ভিটামিনের অভাব। আরও ছিল কার্ডিয়াক বেরিবেরি, হার্টের সমস্যা। আমারও এই রোগ হয়েছিল।' জাপানীরা যুদ্ধবন্দীদের কোন ধরনের মেডিকেল সেবা দিত না। ফলে রোগ হলে চিকিৎসার ভার নিতে হতো যুদ্ধবন্দী ডাক্তারদের নিজেদের। সিরিল ডয়-এর পায়ে একবার একটি ক্ষত থেকে ইনফেকশন তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু এজন্য তাকে ভরসা করতে হয়েছিল একজন যুদ্ধবন্দী অস্ট্রেলীয় ডাক্তারের ওপর। তার জীবন রক্ষার জন্য যে পদ্ধতিতে তার পায়ে অপারেশন করতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে বলছিলেন তিনি। 'আমার পায়ে পুঁজ জমেছিল। ফোঁড়ার মুখ দেখা দিয়েছিল। আমি টিপে টিপে সেই পুঁজ বের করে দিতাম। অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল কোরের ডাক্তার মেজর আর্থার মুন আমাকে দেখে বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।' 'তারা আমাকে নিয়ে গেল একটি কুঁড়ে ঘরে। সেখানে একটি বাঁশের মাচার ওপর আমাকে শোয়ানো হলো। তারপর কোন ধরনের অ্যানেসথেশিয়া ছাড়াই তারা আমার পায়ের মাংস কেটে ভেতর থেকে পেশির একটি টুকরা টেনে বের করলো।' 'সেই অপারেশনটাই আমার জীবন রক্ষা করেছিল। এই ছিল ক্যাম্পের হাল।' 'আমার পাশে যে শুয়ে ছিল তার সারা গা ভরা ছিল ফোঁড়ায়। সেগুলোতে পোকা দেখা দিয়েছিল। বড় বড় মাছি ঢুকে যেত ফোঁড়ার মধ্যে।' 'প্রচণ্ড সে জ্বরে প্রলাপ বকতো। আমার পাশের বিছানাতেই সে মারা যায়।' থাই-বার্মা রেললাইনটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল মোট ১৪ মাস। এই রেল লাইনটি তৈরি করতে গিয়ে এক লক্ষেরও বেশি এশীয় শ্রম-দাস প্রাণ হারায়। তাদের পাশাপাশি ১৬,০০০ ব্রিটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান এবং ডাচ যুদ্ধবন্দী মারা যায়। এই রেল রাইনের প্রতি চারটি স্লিপারের মধ্যে একটি একজন করে মানুষের মৃত্যুর প্রতীকী বহন করছে। 'সে সময়টাতে যারা আমদের প্রতি এধরনের আচরণ করেছিল তাদের প্রতি আমার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।' 'সত্যি বলতে কি আমাদের ক্যাম্পের যে কারও হাতে তখন যদি বন্দুক থাকতো তাহলে তাদের ওপর গুলি চালাতে একটুও দ্বিধা করতাম না। জাপানী আর তাদের কোরিয়ান গার্ডগুলোকে ঘৃণা করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হয়েছিল।' যুদ্ধবন্দী হিসেবে সিরিল ডয় আটক ছিলেন প্রায় চার বছর। হিরোশিমা এবং নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর জাপানীরা আত্মসমর্পণের রাজি হয়। আর তার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। সিরিল ডয় বলছেন, 'মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ এমনই যে কোনভাবেই আপনি আপনার বিশ্বাস হারাতে চাইবেন না। সবসময় আপনার মাথায় ঘুরতে থাকবে কোন না কোন একদিন আপনি নিশ্চয়ই মুক্ত হবেন।'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী কস্তুরবা গান্ধি

কস্তুরবা গোকুলদাস কাপাডিয়া এবং ভিরাজকুনয়েরবা কাপাডিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি গুজরাতি ব্যবসায়ীর মোধু বনিয়া প্রজাতির অন্তর্গত ছিল এবং উপকূলীয় শহর পোরবন্দরে অবস্থান করছিল। কস্তুরবা প্রথম জীবনে সামান্য পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৩ সালের মে মাসে, ১৪ বছর বয়সি কস্তুরবা, ১৩ বছর বয়সি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে বিয়ে করেন, অভিভাবকগণ বিয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং তাদের সনাতন হিন্দু পদ্ধতিতে বিয়ে হয়। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তারা একসাথে মোট বাষট্টি বছর সংসার করেন। তাদের বিয়ের দিন স্মরণ করে তার স্বামী একবার বলেছিলেন, 'আমরা বিয়ে সম্পর্কে কিছু জানতাম না, আমাদের জন্য এটা ছিল শুধুমাত্র নতুন জামা পড়া, মিষ্টি খাওয়া এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে খেলা করা।' যাইহোক, প্রচলিত ঐতিহ্য হিসাবে, কিশোরী নববধূ বিয়ের প্রথম কয়েক বছর (তার স্বামীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত) তার পিতামাতার বাড়িতে এবং তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে কাটানোর নিয়ম ছিল। যাচাইকরণ ব্যর্থ হয়েছে অনেক বছর পরে লেখা, মোহনদাস তার নববধূর জন্য যে অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্পর্কে দুঃখের সাথে বর্ণনা করেছিলেন, 'এমনকি বিদ্যালয়ে আমি তার কথা ভাবতাম, এবং রাতের বেলাও চিন্তা করতাম এবং আমাদের পরবর্তী সাক্ষাতগুলোতে সে আমাকে কখনোই হতাশ করেনি।' তাদের বিয়ের শুরুর দিকে গান্ধী কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন; তিনি আদর্শ স্ত্রী চেয়েছিলেন, যিনি তার আদেশ অনুসরণ করবেন। কস্তুরবা এবং গান্ধীর পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়েছিল। অল্প বয়সে তাদের সবচেয়ে বড় সন্তানের মৃত্যু হয়। যদিও চার পুত্র প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেঁচে গিয়েছিলেন, তবে কস্তুরবা তার প্রথম সন্তানের মৃত্যুশোক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গান্ধী প্রথম বিদেশ যাওয়ার আগে প্রথম দুই সন্তানের জন্ম দেন। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে, গান্ধী ব্রহ্মচর্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। কিছু রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কস্তুরবা মনে করেছিলেন যে এটি একজন ঐতিহ্যবাহী হিন্দু স্ত্রী হিসাবে তার ভূমিকা পালনকে ব্যাহত করেছে। যাইহোক, কস্তুরবা গান্ধীর সাথে তার বিবাহের সপক্ষে মতামত দেন, যখন একজন বন্ধু তাকে অসুখী বলে আখ্যা দেন। কস্তুরবার আত্মীয়রাও তার স্বামী মহাত্মার সঙ্গে বসবাস এবং তার প্রতি বাধ্যগত থাকাকে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হিসেবে মত দেন। ১৮৮৮ সালে মহাত্মা লন্ডনে পড়াশোনা করার সময় তিনি তার নবজাতক হরিলালকে বড় জন্য ভারতে থাকেন। এই দম্পতির পরে আরো তিনটি সন্তান হয়- মনিলাল, রামদাস ও দেবদাস। রামচন্দ্র গুহের জীবনী

নির্ভর বই গান্ধী বিফোর ইন্ডিয়া থেকে নিম্নলিখিত উপসংহারের মাধ্যমে মহাত্মার সাথে কস্তুরবার সম্পর্ককে বর্ণনা করা যেতে পারে- 'তারা মানসিক কিংবা কামগতভাবে একে অপরের সাথে সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।' সম্ভবত বহুদিন আলাদা থাকার কারণে, কস্তুরবা তার স্বামীর সাথে কাটানো সময়কে গভীরভাবে লালন করতেন।'

ভারতের নাইটিঙ্গেল নামে পরিচিত সরোজিনী নাইডু

জাতীয় নারী দিবস সরোজিনী নাইডুকে উৎসর্গ করা হয়, যিনি ভারতের নাইটিঙ্গেল নামেও পরিচিত, যিনি ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে জাতীয় নারী দিবস পালিত হয় সরোজিনী নাইডুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, যিনি একজন স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ইন্দো- অ্যাংলিয়ান কবি ছিলেন। এই দিনটি স্বাধীনতা আন্দোলনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, নারী অধিকারের জন্য তার কাজ এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তার অবদানের স্বীকৃতি দেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সাফল্যের প্রশংসা করার জন্য এবং নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা এবং নেতৃত্বকে সমর্থন করার জন্য মূলত জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। জাতীয় নারী দিবসের ইতিহাস এবং তাৎপর্য : সরোজিনী নাইডুকে উৎসর্গ করে জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়, যিনি ভারতের নাইটিঙ্গেল নামেও পরিচিত, যিনি ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাইডু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ১৯২৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীতে, তিনি একটি ভারতীয় রাজ্যের প্রথম মহিলা রাজ্যপালও হন।

নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি সরোজিনী নাইডুর অটল প্রচেষ্টা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুপ্রাণিত করে আসছে আপামর ভারতবাসীকে। তাঁর সাহিত্যিক অবদানকে সম্মান জানাতে ভারত সরকার ১৩ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নারী দিবস হিসেবে মনোনীত করেছে।

সরোজিনী নাইডু হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অঘোরনাথ

চট্টোপাধ্যায় এবং বরদা সুন্দরী দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করেন। ১৬ বছর বয়সে, তিনি লন্ডনের কিংস কলেজ এবং কেমব্রিজের গির্টন কলেজে পড়াশোনা করার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৯ বছর বয়সে, সরোজিনী নাইডু ড. গোবিন্দরাজুলু নাইডুকে বিয়ে করেন, সেই সময়ে যখন আন্তঃ বর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

১৯২৯ সালে, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ব আফ্রিকান ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন এবং ভারতে প্লেগ মহামারীর সময় তার কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কায়সার-ই-হিন্দ পদক লাভ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরোজিনী নাইডু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর, তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সংযুক্ত প্রদেশের প্রথম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ভারতীয় সংবিধানের খসড়া প্রণয়নেও অবদান রাখেন। সরোজিনী নাইডুর লেখালেখির জীবন শুরু হয় ১৩ বছর বয়সে এবং তাঁর প্রধান অবদান ছিল কবিতার ক্ষেত্রে। তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'দ্য গোল্ডেন থ্রেশহোল্ড' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। 'দ্য ফেদার অফ দ্য ডন' ১৯৬১ সালে তাঁর কন্যা পদমাজা কর্তৃক সম্পাদিত এবং মরণোত্তর প্রকাশিত হয়। সরোজিনী নাইডু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দীর্ঘ সময় জড়িত থাকার জন্য একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন কারণ তিনি সর্বদা মহাত্মা গান্ধির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। সরোজিনী নাইডু হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ উত্তর প্রদেশের লখনউতে মারা যান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দম্পতিকে গুলি করে হত্যার দায়ে তাঁদের মেয়ে, জামাই-সহ ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ মার্চ (হি.স.): প্রায় সাড়ে চার বছর আগে এক দম্পতিকে গুলি করে হত্যার দায়ে দম্পতির ছোট মেয়ে, জামাই এবং ভাড়াটিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বারাসত আদালত। সোমবার তাঁদের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে আরও ছ'মাসের জেল। আদালত সূত্রে খবর, ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে হাবড়ার টুনিঘাটা লন্ডনপাড়ার বাড়িতে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় প্রাক্তন সেনাকর্মী রামকৃষ্ণ মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রীর লীলারানির। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মাথায় এবং বুকে গুলি করা হয়েছিল দম্পতিকে।

সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে দম্পতির ছোট মেয়ে নিবেদিতা সাধুখাঁ, জামাই বান্টি সাধুখাঁ এবং ভাড়াটে খুনি অজয় দাসকে। পুলিশি জেরায় তাঁরা স্বীকারও করেন, বান্টির বাজারে প্রায় ৮-১০ লক্ষ টাকার ঋণ ছিল। সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন পাওনাদারেরা।

সেই পরিস্থিতিতে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন বান্টি।

কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁদের খুন করেন তিনি। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বান্টি, নিবেদিতা এবং অজয়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অজয়ের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় তাঁকে আরও পাঁচ বছরের কারাবাসের সাজা হয়েছে। সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও ছ'মাসের জেল। সরকারি আইনজীবী জানান, এই মামলার তদন্তে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ মিলেছিল। অজয়কে যখন সুপারি দেওয়া হচ্ছিল, তখন ফোনে সেই কথোপকথন রেকর্ড করে রেখেছিলেন অজয়। যা পরে পুলিশ উদ্ধার করে।

বাম জমানায় নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক পুরকর্মীদের একাংশ পেনশন পাবেন না

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): বাম জমানায় নিযুক্ত বিভিন্ন পুরসভায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশ পেনশনসহ অন্য অবসরকালীন সুবিধা পাবেন না বলে জানিয়ে দিলো আদালত। বিচারপতি কৌশিক চন্দ জানিয়েছেন, বাম জমানায় নিযুক্ত যে সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগে রাজ্য সরকার অনুমোদন দেয়নি, তারা অবসরকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। বাম জমানায় রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় প্রচুর চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হয়। তাদের অনেকেরই নিয়োগে রাজ্য সরকার অনুমোদন দেয়নি বলে অভিযোগ। সেই কর্মীরা অবসরকালীন সুবিধা পাবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলা ওঠে বিচারপতি কৌশিক চন্দের ঘরে।

সোমবার সেই মামলায় বিচারপতি চন্দ জানিয়েছেন, বাম জমানায় যে সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগে রাজ্য সরকার অনুমোদন দেয়নি তারা অবসরকালীন সুবিধা পাবেন না। তবে তৃণমূল জমানায় এই সমস্যা নেই। কারণ তৃণমূল জমানায় প্রায় সমস্ত নিয়োগকেই অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। আদালতের এই নির্দেশে বাম জমানায় বিভিন্ন পুরসভায় নিযুক্ত কয়েক লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মী বিপাকে পড়তে চলেছেন। আদালতে উঠে এসেছে, বাম জমানায় রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ইচ্ছা মতো কর্মী নিয়োগ করেছে পুরসভাগুলি। পুর আইন অনুসারে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

এই ঘটনায় বাম জমানায় নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। ওদিকে সিপিআইএমের দাবি, এর সঙ্গে নিয়োগে অস্বচ্ছতার সম্পর্ক নেই। চাইলে মামলাকারীরা উচ্চ আদালতে যেতেই পারেন।

এনআরএস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ট্যাংরা কাণ্ডের অভিযুক্ত প্রসূন দে

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): এনআরএস হাসপাতাল থেকে সোমবার ছাড়া পেলেন ট্যাংরার 'দে পরিবারের' ছোট ছেলে প্রসূন দে। হাসপাতাল থেকে তাঁকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় ট্যাংরা থানায়। এবার তাঁকে ওই খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করে হেফাজতে নিতে চলেছে পুলিশ।

আপাতত এনআরএস হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন তাঁর দাদা, দে পরিবারের বড় ছেলে প্রণয় দে এবং নাবালক। ট্যাংরার ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রসূনের মৃত স্ত্রী রোমি দে-র বাবা। পুলিশ সূত্রে খবর, ৪৩ বছরের প্রসূন তাঁর বয়ানে দাবি করেছিলেন, দে পরিবারের দুই বধূ সুদেষ্ণা দে এবং রোমির হাত কেটেছিলেন তিনিই।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, ট্যাংরা ট্রিপল মার্ডারে জড়িত রয়েছেন বাড়ির দুই কর্তা প্রণয় ও প্রসূনই। পরবর্তীতে প্রণয়ের নাবালক ছেলে প্রতীপের দাবি, তার মা ও কাকিমা এবং দিদিকে তার কাকা প্রসূনই খুন করেছে। অর্থাৎ - এই সমস্ত দাবি সত্যি হলে এই গোটা ঘটনায় প্রসূনই হবেন মূল বা প্রধান অভিযুক্ত।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সোমবার তাঁকে ট্যাংরা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যাদবপুর নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি সৌগত রায়ের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সুরে এবার শাসক দলের প্রবীন নেতা তথা সাংসদ সৌগত রায় যাদবপুর নিয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন।

সৌগতবাবু সোমবার বলেন, "যাদবপুর তো বাংলার বাইরে নয়, কেউ গেলেই গাড়ি ভাঙবে, সহ্য করা যায় না। যাদবপুরে একটা অসহ্য বাঁদরামির খেলা চলছে। এর আগে বাবুল, ধনকড়কে বাধা, এবার ব্রাত্যকেও বাধা। ছেলেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আহত না হলে কেউ সমবেদনা দেখাত না। "অপরদিকে, অরূপ বিশ্বাস বলেছেন এক মিনিটে দখল করতে পারি, ২-৩ হাজার ঢুকলে কোথায় বাঁচবে। প্রেসিডেন্সির মতো এখানেও এখন পুলিশ ঢোকা নিয়ে ভাবতে হবে"।

ব্যাডমিন্টন খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের মৃত্যু

ইন্দোর, ৩ মার্চ (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ব্যাডমিন্টন খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শহরের বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনুরাগ শ্রীবাস্তবের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে খেলার সময় তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন এবং বিশ্রামের জন্য একটি চেয়ারে বসেন। এরপরই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন।

সঙ্গে থাকা চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে কোনও লাভ হয়নি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ডাঃ অনুরাগ শ্রীবাস্তবের বয়স ছিল ৬৪ বছর। তিনি একজন দক্ষ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। সোমবারও তিনি সায়াজি ক্লাবে প্র্যাকটিস করতে গিয়েছিলেন। দুটি রাউন্ড খেলার পর তিনি অসুস্থ অনুভব করেন এবং চেয়ারে বসেন। সেখানেই তিনি জ্ঞান হারান। ডাঃ অনুরাগের হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আগে ছিল না। তবে দুই-তিন মাস আগে তাঁর মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচার হয়েছিল, তবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

প্রতিবেশীর হামলায় আহত ফিশারি মালিক

ক্যানিং, ৩ মার্চ (হি.স.) : প্রতিদিন প্রতিবেশীর হাঁস ফিশারিতে ঢুকে মাছ খেয়ে নিচ্ছে। বারে বারে বলেও কোনও লাভ হয়নি। রবিবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে হাঁসের মালিক প্রতিবেশী সইদুল শেখকে বিষয়টি জানান

এফিডেভিট

আমি, নমিতা বিশ্বাস, পিতাঃ মৃত ধনঞ্জয় বিশ্বাস, নিবাস - পাইখোলা, পোঃ পাইখোলা, থানা - বিলোনিয়া দঃ ত্রিপুরা, পিনঃ ৭৯৯১২৫। আমি নমিতা বিশ্বাস থেকে পদবি পরিবর্তন করে নমিতা বিশ্বাস মজুমদার করেছি এবং এখন থেকে নোটারি এফিডেভিট বিলোনিয়া রেজি নং ৫১ অফ ২০২১ তারিখ ঃ ১৭-০২-২০২৫ মূলে সমস্ত ক্ষেত্রে এই নাম ব্যবহৃত হইবে। নমিতা বিশ্বাস এবং নমিতা বিশ্বাস মজুমদার একই মহিলা। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Namita Biswas Majumder

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI , TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO -64 (2024-25)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC / MES /CPWD/ Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl. No	Name of Work.	Estimated cost / Earnest Money	Time for completion	Last Date of selling / Last Date of receiving (up to 3.00 PM)
1	Providing electrical installation for operation of computer in connection with e-filling system in all Engineering Division and Acount section at fourth floor, city center under Agartala Municipal Corporation.	Rs. 1,69,525.00 / Rs. 3,390.00	10(Ten) Days	07-03-2025 / 11-03-2025

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 07-03-2025

Sd/- Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone – 0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F.514/Mech. Div./AMC/2020/P-I/9488-90 **Dt. 28/02/2025**

E-Tender

Press Notice Inviting No. 01/PNIT/Mech. Div./AMC/2025, Date: 24/01/2025 (2nd Call)
E-Tender is hereby invited on behalf Hon'ble Mayor. Agartala Municipal Corporation to receive the rate contract for the following item from the experienced agencies.

Sl No.	Item	Application Fees in Rs.	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical Bid
1	Rate contract for hiring charge of Back Hoe Loader and Tipper Truck.	Rs. 5000/-	Rs. 1 Lakh	14/03/2025 at 6 PM

The tender details shall have to be downloaded from website http://tripuratenders.gov.in from 28/02/2025 for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online in the above website. Bids must be submitted online on or before 5.30 p.m. on 14/03/2025, Bids received online shall be opened on 14/03/2025 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid as per online bidding procedure. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Sd/-Illegible
(Er. Chinmoy Chakraborty)
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala Municipal Corporation

আদালতের কর্মী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে আরও এক গ্রেফতার, আদালতে পেশ

বাঁকুড়া, ৩ মার্চ (হি.স.) : আদালতের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। সোমবার ধৃত ফিরোজ শেখকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পরীক্ষার দিনই আটক হওয়া এক পরীক্ষার্থীর জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তথ্য পেয়ে তার সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম ফিরোজ শেখ। তার বাড়ি মালদহের মোথাবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, বিষ্ণুপুর শিবদাস গার্লস হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বসে তিনি এক পরীক্ষার্থীকে টেলিফোনের মাধ্যমে উত্তর পাঠানোর চেষ্টা করছিলেন। ঘটনার দিনই পরীক্ষা চলাকালীন এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল, যার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফিরোজ শেখকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালতের জুডিসিয়ারি স্টাফ রিক্রুটমেন্টের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল। প্রথমার্ধে গ্রুপ-সি এবং দ্বিতীয়ার্ধে গ্রুপ-ডি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষায়, বিষ্ণুপুর শিবদাস গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্র থেকে দুটি মোবাইল ফোনসহ ধরা পড়ে শেখ মাজেদুর রহমান নামে এক পরীক্ষার্থী, যার বাড়ি মালদহে।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মাজেদুর স্বীকার করেন, পরীক্ষার হলে বসেই স্মার্টফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে তিনি মালদার মোথাবাড়ির বাসিন্দা ফিরোজ শেখকে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ফিরোজ প্রশ্নের উত্তর লিখে মেসেজ আকারে মাজেদুরের কী-প্যাড ফোনে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে উত্তর পাওয়ার আগেই পরীক্ষার হলে মাজেদুর ধরা পড়ায় গোটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

মাজেদুরকে গ্রেফতারের পর তদন্তে নেমে পুলিশ ফিরোজ শেখের সন্ধান শুরু করে। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার মালদহের মোথাবাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, ফিরোজ শেখ নিজেও ওই পরীক্ষার প্রথমার্ধে গ্রুপ-সি পদের জন্য একটি পৃথক কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিল।

পরীক্ষা শুরুর আগেই 'আত্মঘাতী' উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী

বাঁকুড়া, ৩ মার্চ (হি.স.) : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক পরীক্ষার্থী। সোমবার সকালে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার কারকবেড়িয়া গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কারকবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা বর্ষা দে এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি টানাদিঘী হাইস্কুলের ছাত্রী এবং তাঁর পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছিল রাজগ্রাম হাইস্কুলে। বর্ষা পড়াশোনায় মেধাবী হলেও সাম্প্রতিক সময়ে তিনি প্রবল পরীক্ষা-ভীতিতে ভুগছিলেন। এই বিষয়ে তিনি পরিবারকেও জানিয়েছিলেন। রবিবার শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় তাঁকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

সোমবার সকালে যথারীতি বর্ষা পড়াশোনা করছিলেন। এই দিকে, তাঁর মা মেয়ের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা ছুটে আসেন। তাঁকে দ্রুত কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, প্রবল মানসিক চাপে ও পরীক্ষা-ভীতিতে আত্মহত্যা করেছেন বর্ষা। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ হেফাজতেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এক যুবকের

ক্যানিং, ৩ মার্চ (হি.স.) : পুলিশ হেফাজতেই উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা দিল রবি সর্দার নামে এক যুবক। বারুইপুর থানার চম্পাহাটির বাসিন্দা। গত শুক্রবার দুপুরে তার প্রেমিকা সোনারপুর থানা এলাকায় নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। সেই ঘটনায় ওই মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা রবির বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে রবিকে।

ধৃতকে গত শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই দিকে রবি এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তার পরীক্ষা যাতে নষ্ট না হয়, সে যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেই কারণে জেল সুপারের কাছে আবেদন জানায় রবি। তার আবেদন মঞ্জুর হয়। ক্যানিংয়ের নিউ ইন্টিগ্রেটেড হাইস্কুলে পরীক্ষার সিট পড়েছে রবির। সেখানেই পুলিশি ঘেরাটোপে সোমবার পরীক্ষা দেয় সে। দুপুর দেড়টা নাগাদ পরীক্ষা শেষে পুনরায় পুলিশ হেফাজতে সংশোধনাগারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ওই যুবক।

সন্ধান চাই

Ref- NCC PS case No. 2025NCC015 dated 27.02.2025
13-2-of BNS.

পাশের ছবিটি শ্রী অভিষেক কুমার রায়, পিতা- শ্রী দিনেশ কুমার রায়, সাং- লিচুবাগান হাইকোর্টের নিকটে, থানা- এন.সি.সি, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ১৫ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রং ফর্সা, শরীরে চিহ্ন- বাম গালে কালো তিল, পরনে- নীল রঙের ট্র্যাক পেন্ট এবং লাল খয়ারি রঙের হাফ গেঞ্জি। গত ২৪/০২/২০২৫ ইং তারিখ রাত ৭ টা ৩০ মিনিট কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত বালকটি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল ০৩৮১-২৪১০০১০/
৩) এনসিসি থানা ৯৪৩৬৭৪৩৫৫৭৩

ICA/D-1950/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T- No: 15/Div-II/AMC/2024-25 **Date :- 01-03-2025**

Sl No.	D.N.I.e-T No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No: 59/Div-II/AMC/ 2024-25	Rs.44,87,617.00	Rs.89,752.00	120 (One hundred Twenty) Days
2	DNIeT No: 60/Div-II/AMC/ 2024-25	Rs.36,06,569.00	Rs.72,131.00	120 (One hundred Twenty) Days
3	DNIeT No: 61/Div-II/AMC/ 2024-25	Rs.16,60,540.00	Rs.33,211.00	90(Ninety) Days
4	DNIeT No: 62/Div-II/AMC/ 2024-25	Rs.13,77,197.00	Rs.27,544.00	90(Ninety) Days
5	DNIeT No: 63/Div-II/AMC/ 2024-25	Rs.3,61,665.00	Rs.7,233.00	90(Ninety) Days

Last date and time for document downloading/bidding: **07-03-2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI , TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO -63 (2024-25)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC / MES /CPWD/ Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl. No	Name of Work.	Estimated cost / Earnest Money	Time for completion	Last Date of selling / Last Date of receiving (up to 3.00 PM)
1	Providing renovation and permanent electrical installation including supply and installation of electrical accessories and luminaries in the ward no-38 under Agartala Municipal Corporation.	Rs. 98,788.00 / Rs. 1,976.00	10(Ten) Days	07-03-2025 / 11-03-2025

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 07-03-2025

Sd/- Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: - 03/SDO/IESD/TLM / 2024-25
DATED:- 28/02/2025

The Sub-Divisional Officer, Internal Electrification Sub-Division, Teliamura invites on behalf of the Governor of Tripura sealed percentage rate tender in PWD Form-7 for the following works up to 3.00 PM on 06/03/2025 from the eligible, financial capable and experienced Internal Enlisted Contractors of appropriate class of Tripura PWD/ MES / RAILWAY/ CPWD having valid Electrical License of Tripura Government. Tender will be opened at 3.30 PM on the same day if possible in presence of the Contractors or other representatives.

l. No.	Description of item	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Special repair of internal electrification works of different I.E section office/call centre under I.E Sub Division Teliamura, PWD (R & B), Teliamura, Khowai Tripura.(2nd Call) DNIT NO– 03/SDO/IESD/TLM/2024-25	₹ 87,541.00	₹ 1751.00	10 Days.

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available in the office of the Sub-Divisional Officer Internal Electrification Sub-Division, Teliamura, Khowai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.
ICA/C-4133/25

Sd/-(Er. P. Das)
Sub-Divisional Officer
I.E. Sub-Division Teliamura Khowai
Tripura Contact No-7005689149

Corrigendum

The District Labour office, Dharmanagar, North Tripura had issued an advertisement dated 03/12/2024 for hiring of one Maruti SUZUKI EECO vehicle for a period of one (1) year for official use of the Labour Officer from the reputed Travel Agencies/individual owner having commercial permit with valid registration umber. In this regard, it is informed that the last date of submission of the tender documents is extended up to 26/03/2025. Other terms and condition remain the same. The tender document can be obtained from www.tripura.gov.in or District Labour Office, Dharmanagar, North Tripura.
ICA/C-4134/25

Labour Officer,
District Labour Office,
Dharmanagar,
Tripura(N)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 25/EE/WR-III/UDP/2024-25

	Name of Work	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	DNIeT No. 77/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2024-25	18,56,030	37,122	1000	03 (Three) Month	Upto 15:00 Hrs on 07.03.2025	At 15:30 Hrs on 07.03.2025 (if possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 78/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2024-25	15,11,082	30,222	1000	03 (Three) Month	Upto 15:00 Hrs on 07.03.2025	At 15:30 Hrs on 07.03.2025 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4128/25
For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Rati Rh. Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশু, প্রকৃতিকে ভালবাসার পাঠ কী ভাবে দেবেন বাবা-মায়েরা ?

মোবাইল ছেড়ে পরিবেশকে ভালবাসতে শিখুক শিশু। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হোক ছোট থেকেই। গল্প বলে, খেলার ছলে সন্তানকে পরিবেশ সচেতনতার পাঠ দিতে হবে বাবা-মাকেই। সন্তানের রোজের রুটিনের কিছুটা সময় রাখুন গাছের পরিচর্যা ও পশুপাখিদের জন্য। মোবাইল না দিয়ে ছোট টবে একটি বা দু'টি গাছ দিন যত্ন করার জন্য।

দেখবেন আর বৈদ্যুতিন গ্যাজেট চেয়ে বায়না করছে না।

প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবেশ নিয়ে ছোট ছোট গল্প বলতে হবে শিশুকে। শেখাতে হবে গাছপালা পরিবেশের জন্য কতটা জরুরি। শুরুটা করুন গাছ লাগানো দিয়ে। বাড়ির বারান্দা, ঘরের জানলা বা ছাদে, অথবা বাড়ির সামনে জায়গা থাকলে, শিশুকে গাছ লাগানো শেখান। একটি বা দু"টি গাছ নির্দিষ্ট করে দিন পরিচর্যার জন্য। জল দেওয়ার সময়, জলের পরিমাণ, সার দেওয়ার পদ্ধতি নিজে হাতে ধরে শিখিয়ে দিন। কোন গাছ কতটা বাড়ল, ফুল ধরল কিনা দেখতে বলুন। শুধু আপনার সন্তান নয়, তার বন্ধুদেরও বলুন গাছের পরিচর্যা করতে। তার পর একটি খেলা শিখিয়ে দিন। কার গাছ কতটা বাড়ল, কার গাছে আগে ফুল এল সেই সংক্রান্ত। তার বদলে সেই শিশুটি পুরষ্কার পাবে। দেখবেন, মোবাইল, ট্যাব ছেড়ে গাছপালার যত্ন নিয়েই থাকবে। বারান্দায় একটি ঝোলানো গামলায় রোজ জল রাখতে বলুন পাখিদের জন্য। যদি সম্ভব হয়, শিখিয়ে দিন কী ভাবে পাখির ঘর বানাতে হবে। সেখানে জল ও খাবার রাখতে বলুন। বাড়িতে পোষ্য থাকলে তার যত্নের দায়িত্ব দিন খুদেকে। সময় মতো খাবারের থালাটা দেওয়া, বাটিতে জল ভরে দেওয়া, পোষ্যের সঙ্গে খেলা বা কথা বলা শেখাতে পারলে ছোট থেকেই পশুপাখিদের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে শিশুর মনে। পরিবেশ ও পশুপাখির প্রতি ভালবাসা জন্মালে শিশুর জেদি, একগুঁয়ে বা স্বার্থপর মনোভাব কখনওই আসবে না। জলের অপচয় বন্ধ করা শেখান। কল অযথা খুলে রাখা যে ঠিক নয়, তা বোঝান। ছোট থেকে অভ্যাস করালে দেখবেন শিশু বাইরে গিয়ে বা স্কুলে গিয়েও তা মেনে চলছে। প্লাস্টিকের ব্যাগ বা খাবারের প্যাকেট যত্রতত্র না ফেলে ডাস্টবিনে গিয়ে ফেলা শেখাতে হবে। সে বাড়িতে হোক বা বাইরে। শিশুকে সবসময়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ বা প্যাকেট দেবেন না। স্কুলের টিফিন কাগড়ের ব্যাগে দিন অথবা কাপড়ের আলাদা ব্যাগ রাখুন। তা হলেই প্লাস্টিক ব্যবহারের অভ্যাস ছোট থেকেই কমে যাবে শিশুর। জন্মদিনে একগাদা খেলনা না দিয়ে টবে বাহারি গাছ দিন। বন্ধুদের ডেকে "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন। সেখানে পরিবেশ নিয়ে আঁকতে উৎসাহ দিন। পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝান শিশুকে। বইখাতা ছিঁড়ে গেলে বা মলাট পুরনো হয়ে গেলে, না ফেলে দিয়ে বরং অন্য কাজে লাগানো শেখান। অনেক সময়ে দেখবেন খাতা বা ডায়রির বেশ কয়েকটি পাতা বেঁচে যায়। সেগুলি সংগ্রহ করে জুড়ে রাফ খাতা বানিয়ে দিন। রঙিন কাগজের মোড়ক খোলার পরে তা ফেলে না দিয়ে বরং বিভিন্ন রকম ক্রাফ বানানো শেখান। প্লাস্টিকের বোতল এ দিক, ও দিক না ফেলে তা জমিয়ে রেখে পরে কোনও সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া যায়। এখন অনেক সংস্থাই আছে যারা প্লাস্টিক সংগ্রহ করে তা পুনর্ব্যবহারের জন্য কাজে লাগায়।

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার। ২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে।

তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে। কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে: ২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনো আনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি- ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়। কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

এই খাবার আয়ু বাড়াতে পারে

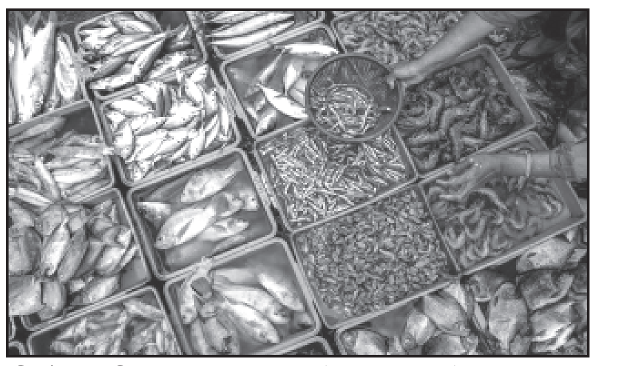

দীর্ঘ সুস্থ জীবন পার করতে সহায়তা করতে পারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। আর এই উপাদানের উৎস সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ। আর গবেষকদের মতে, খাবার তালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জন করা সম্ভব। তৈলাক্ত মাছ খাওয়া পাঁচ বছর আয়ু বাড়ায় 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশন' জার্নালে স্পেনের 'হসপিটাল ডেল মার মেডিকেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (আইএমআইএম)' ও 'দ্যা ফ্যাটি অ্যাসিড রিসার্চ ইন্সটিটিউট'য়ের সমন্বয়ে করা গবেষণার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে। গবেষকদলটি 'ফ্রেমিং অফস্প্রিং কোহোর্ট' নামে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালায়। যেখানে ১৯৭১ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস শহরের অধিবাসীদের ৬৫ বছর বয়স্ক ২, ২৪০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে করা হয়। এবং এই পর্যবেক্ষণের সময়কাল ছিল গড়ে প্রায় ১১ বছর।

যেসব খাবার চল্লিশের পর স্মৃতিশক্তি ধারালো করে

মানসিক চাপ, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর।

আর এসব কারণে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও উপযুক্ত খাদ্যতালিকা এই গতি ধীর করতে পারে। এছাড়াও শরীরচর্চা, মানসিক চাপ কমানো, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি স্মৃতিশক্তির তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম।

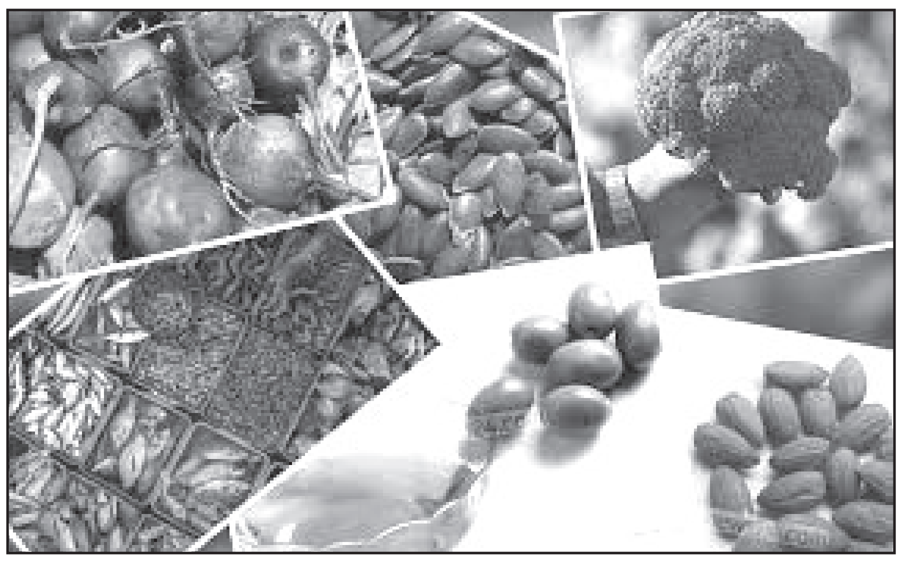

বিএমজে সাময়িকীতে ২০১২ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সের 'হোপিটাল পল ব্রুসে'র 'ইনসেরাম সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড পপুলেশন হেল'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঁয়তাল্লিশের শুরুর পর্যায়ে জ্ঞানীয় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

আর 'ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া'র 'ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী, বয়স ২০ বা ৩০'য়ের শুরুতে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে।

তবে এই নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা বয়স চল্লিশের পরে স্মৃতিশক্তি শাণিত রাখতে সহায়তা করে।

বিট: যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ নিকোল স্টেফানো'র মতে, চল্লিশ বছর বয়সের পরে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিট একটি দুর্দান্ত খাবার।

ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "বিট প্রাকৃতিক রঞ্জক বিটালাইনস সমৃদ্ধ যা জারণের চাপ ও প্রদাহের কারণে মস্তিষ্কের অকাল বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশ হ্রাস করতে সাহায্য করে।"

তৈলাক্ত মাছ: 'দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক'য়ের লেখক ও ডালাস-ভিত্তিক অ্যামি পুষ্টিবিদ গুডসন বলেন, "মস্তিষ্ক ওমেগা-থ্রি চর্বি ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং স্নায়ুকোষ তৈরি করে, যা শেখার এবং স্মৃতিশক্তির জন্য অপরিহার্য।"

তাই, মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ানোর খাবার তালিকায় স্যামন, ট্রাউট ও টুনা মাছ শীর্ষে অবস্থান করছে।

'ডিশ অন ফিশ'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ব্লগার রিমা ক্লেইনারের মতে, স্যামন ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড 'ডিএইচএ' এবং 'ইপিএ'য়ের ভালো উৎস।

ক্লেইনার বলেন, "ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদস্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায় এবং এর 'ইপিএ' মস্তিষ্কের কোষের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

তিসির বীজ: তিসির বীজ প্রোটিন ও আঁশের ভালো উৎস। এছাড়াও এটা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ উপকারী।

"তিসির বীজ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) সমৃদ্ধ" বলেন, 'টু দ্যা পয়েন্ট নিউট্রিশন ডটকম'য়ের কর্ণধার ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ র্যাচেল ফাইন।

তিনি আরও বলেন, "এএলএ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে ইপিএ এবং ডিএইচএ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-থ্রি তে রূপান্তরিত হয়। যা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।"

ফাইন আরও বলেন, "তিসি হজম করতে ও পূর্ণ গুণাগুণ পেতে তা গুঁড়া করে খাওয়া উচিত। তিসির বীজ নানা রকমের স্মুদি, প্যানকেক বা ঘোল হিসেবে খাওয়া যায়।"

কাঠ-বাদাম: ক্যালিফোর্নিয়ার নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ অ্যাশলি লারসসেন, বিশ্বাস করেন, বাদাম ও বীজ থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ক শাণিত করতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। তার মতে, "কাঠ বাদাম উচ্চ মনোআনস্যাচুরেইটেড চর্বি সমৃদ্ধ। যা কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না বরং জ্ঞানীয় কার্যকারিতাও সক্রিয় রাখে।"

লারসেন, ৪৮০ জন বয়স্ক নারীদের ওপর 'বেথ ইসরায়েল ডিকোনেস মেডিকেল সেন্টার'য়ের করা গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যারা বিগত তিন বছর ধরে মনোআনস্যাচুররেইটেড অ্যাসিড খাবার তালিকায় রেখেছিলেন তাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কম হ্রাস পেয়েছিল।"

ব্রকলি ও অন্যান্য কপি-ধরনের সবজি: যুক্তরাষ্ট্রের, লুজিয়ানা'র পুষ্টিবিদ লি জ্যাকসনের মতে, ব্রকলি ও কপি-জাতীয় সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, কপি ও অঙ্কুরিত ব্রাসেলস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। "ব্রকলি উচ্চ সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। আর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ক্ষয়ের জন্য দায়ী" বলেন, জ্যাকসন। এছাড়াও, ব্রকলি আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, জ্যাকসন। জলপাইয়ের তেল: মস্তিষ্ক সচল রাখতে মাখনের বদলে জলপাইয়ের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেন লারসেন।

তিনি বলেন, "জলপাইয়ের তেল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের জারণের চাপ ও ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে।"

তিনি, সবজি বা মাংস রান্নায় অথবা সালাদ পরিবেশনের সময় জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন। এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে।

১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই। ৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। ৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়। ৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন। ৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না। ৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। ৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে। ১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়। ১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই। ১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প। ১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে। ১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের ঊর্ধ্বে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন। ১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন। ১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর- পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে। বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

ডেয়ারি ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও এর সম্প্রসার সম্পর্কিত কর্মশালা’’র উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ নতুন দিল্লিতে ’’ডেয়ারি ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও এর সম্প্রসার’ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এই দুগ্ধযত পণ্যের ক্ষেত্র অর্থাৎ ডেয়ারি ক্ষেত্রের সুস্থায়ি উন্নয়ন, দক্ষতা এবং সম্পদের সম্প্রসারণ হলে তা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ’’সহকার সে সমৃদ্ধি’’র স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আজ যখন আমরা শ্বেত বিপ্লব ২.০-এর অভিমুখে এগিয়ে চলেছি, তখন সুস্থায়ী উন্নয়ন ও এই ক্ষেত্রের সম্প্রসারের গুরুত্বটি সবার আগে উঠে আসে। তিনি বলেন, প্রথম শ্বেত বিপ্লবের সহায়তায় আমরা এখন পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জন করেছি তাতে দুগ্ধ ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়নি। শ্রী শাহ বলেন, শ্বেত বিপ্লব ২.০ এর মূল লক্ষ্য হল সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ। শ্বেত বিপ্লব ২.০ পর্য্যায়ের এর সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, দুগ্ধ পণ্য ক্ষেত্র দেশের তথা গ্রামীণ উন্নয়নে এবং ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, এটি আমাদের দেশের পুষ্টির যত্ন নিয়েছে, দেশকে বিশ্বের এক নম্বর দুধ উৎপাদক হিসাবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে এবং কৃষি আয় ছাড়াও কৃষকদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের জন্য তিনটি লক্ষ্য স্থির করেছেন। এগুলি হল, ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠা, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি পূর্ণ উন্নত দেশ হয়ে ওঠা। তিনি বলেন, এই তিনটি লক্ষ্য অর্জন করা জন্য আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত সম্ভাবনাকে খুঁজে দেখতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে এর সুযোগ সদ্ব্যবহার করার জন্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, এই ডেয়ারি ক্ষেত্র আজ ২৫০টি দুধ উৎপাদক সমিতির কাছে সম্প্রসারণ সম্পর্কিত উন্নত সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি দূরদর্শী উদ্যোগ নিয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং গ্রাম থেকে শহরে তাঁদের অভিবাসন তাঁদের সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকা থেকে কাজের খোঁজে শহরমুখী হবার সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি ক্ষুদ্র কৃষকদের সমৃদ্ধ করতে ডেয়ারি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প। শ্রী শাহ বলেন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ক্ষেত্রের সমস্ত সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অন্বেষণ করে দেখার জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার জন্য এই কর্মশালা অত্যন্ত কার্য্যকর বলেই প্রমাণিত হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১০ বছরে দেশে কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনতে একটি শুভ সূচনা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকরা এখন গ্রাম থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আস্থা ও উপায় খুঁজে পেয়েছেন। সমবায়ের মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে সমষ্টিগত সাফল্যের উপরও তাঁদের আস্থা বাড়ছে। শ্রী শাহ বলেন, বর্তমানে গ্রামেই খামার থেকে কারখানা পর্যন্ত একটি সামগ্রিক শৃঙ্খল স্থাপনের ওপর জোর দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নের জন্য, গ্রাম থেকে বিশ্ব পর্য্যায়ে যাত্রার মানচিত্র তৈরি করা, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং বিস্তৃত পর্য্যায়ে খামার থেকে কারখানার মূল্য শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মোদী সরকার সহকার সে শক্তি, সহকার সে সহযোগ এবং সহকার সে সমৃদ্ধি এই তিনটি নীতিকে সামনে রেখে জনগণের লাভের মন্ত্রকে বাস্তবে পরিণত করছে।

অমিত শাহ বলেন, সমবায়এর উদ্দেশ্য হ’’ল মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি ’জনগণকে প্রথম’ রাখা। তিনি বলেন যে আমরা সমবায়ের মাধ্যমেই ’জনগণের জন্য লাভ’ নীতিটি উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বলেন, আজ দুগ্ধ খাতে সম্প্রসারণ সম্পর্কিত ’মার্গদর্শিকা’ প্রকাশ, ছোট, বড় এবং সংকুচিত বায়োগ্যাস প্রকল্পগুলিতে আর্থিক সহায়তার জন্য এনডিডিবির প্রকল্পএবং সুস্থায়ী যুক্ত প্রকল্পেরও সূচনা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, জৈব সারকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে জেলা স্তরের দুগ্ধ ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ ডেয়ারিগুলিকে সেই কৃষকদেরও পারস্পরিক সহযোগিতার মঞ্চে আনতে হবে যারা এখনও সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হননি। তিনি বলেন, অনেক কৃষক বেসরকারি ডেয়ারিকে দুধ দেয়, কিন্তু সমবায় ক্ষেত্রের উচিত তাদের উৎপাদিত গোবর এর বিষয়টি দেখা, যা আমাদের ন্যূনতম কার্য্যকারি সমস্যার সমাধান করবে এবং এতে বেসরকারি ক্ষেত্রে দিকে এগিয়ে যাওয়া কৃষকদের সমবায় ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে সফল হব আমরা। শ্রী শাহ বলেন, ২ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২৫০টি জেলা দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়নে মডেল হিসাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য করা পরীক্ষাগুলি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচি তৈরি করা উচিত।

অমিত শাহ বলেন, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে সমস্ত অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমরা ’’সমবায়গুলির মধ্যে সহযোগিতা’’ শুরু করেছি এবং আজ গুজরাটের ৯৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের সমবায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তিনি বলেন, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমবায়গুলির জন্য অর্থ উপলব্ধ করেছে এবং ব্যাংকগুলিও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, গুজরাটের মাইক্রো এটিএম মডেল রাজ্যের পশুসম্পদ কৃষকদের অভূতপূর্ব সুবিধা দিচ্ছে, নাবার্ডের উচিত এই মডেলটি দেশের প্রতিটি জেলায় নিয়ে যাওয়া। শ্রী শাহ বলেন, আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যে ফ্যাট পরিমাপ করা থেকে শুরু করে সমস্ত দুগ্ধজাত পণ্য পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি ভারতেই তৈরি করা উচিত। তিনি বলেন, কার্বন ক্রেডিটকে আমাদের ব্যবস্থার একটি অংশ করে তুলতে হবে এবং কৃষকদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমবায় মডেলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, আজ দেশে ২৩ টি রাজ্য স্তরের ইউনিয়ন রয়েছে তবে আমাদের শ্বেত বিপ্লব ২.০ এর অধীনে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি রাজ্য স্তরের ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করা উচিত। তিনি বলেন, শ্বেত বিপ্লব ২.০-তে আমরা দেশের ৮০ শতাংশ জেলায় দুগ্ধ ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নিতে পারি এবং বাজারজাত ডেয়ারির সংখ্যা বর্তমানের ২৮ থেকে ৩ গুণ বাড়াতে প্রয়াস নিতে পারি। শ্রী শাহ বলেন, সমবায় দুগ্ধ ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের কাছ থেকে আসা অর্থের ৭৫ শতাংশেরও বেশি সরাসরি কৃষকদের কাছে যায়। তিনি বলেন, কর্পোরেট সেক্টরে কৃষকরা মাত্র ৩২ শতাংশ টাকা পান। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি কৃষকের জন্য কৃষক এবং কোম্পানিগুলির মধ্যে এই লাভের ব্যবধান কমানো আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি, সমবায়ের সুবিধার্থে ১৬ কোটি টন গরুর গোবর আনার চেষ্টা করতে হবে। অমিত শাহ বলেন, মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং এর ১০০ শতাংশ কার্বন ক্রেডিট কৃষকদের তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া উচিত এবং এটিই সম্প্রসারণের মূল অর্থ।

তিনি বলেন, মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও দুগ্ধ সমবায় ক্ষেত্র অনেক কাজ করে এবং আজ ৭২ শতাংশ মহিলা সমবায় দুগ্ধ খাতে কাজ করছেন। শ্রী শাহ বলেন, এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সমবায় দুগ্ধ ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ডের (এনডিডিবি) সহযোগিতায় ভারত সরকারের পশুপালন ও দুগ্ধ বিভাগ (ডিএএইচডি) এই কর্মশালাটির আয়োজন করেছে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লাল্লন সিং, মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এসপি সিং বাঘেল এবং শ্রী জর্জ কুরিয়েন, মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী অলকা উপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

পরকিয়ার জের, হাসপাতালের ভিতরে হামলার শিকার হলেন এক মহিলা

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): খাস কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে হামলার শিকার হলেন এক মহিলা! তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে আর এক মহিলারই বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

এই মুহূর্তে তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন বলে জানা গেছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন আক্রান্ত মহিলা। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে হাসপাতালে।

অভিযোগকারিণীকে হাতুড়ি দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর প্রেমিকার বিরুদ্ধে! হামলায় তাঁর স্বামীও জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এও আশঙ্কা, ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে তাঁর সঙ্গে। নিজের জন্য ন্যায়বিচার চেয়েছেন ওই মহিলা। প্রিয়াঙ্কা বৈদ্য নামের ওই মহিলার অভিযোগ, যিনি তাঁর ওপর হামলা করেছেন সেই তরুণী নিজেও বিবাহিত এবং সন্তান রয়েছে। এদিকে তাঁর সঙ্গেই তাঁর স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের সম্পর্কের প্রমাণও নাকি রয়েছে তাঁর কাছে। প্রিয়াঙ্কার কথায়, ’’’’আমি দুজনকে হাতেনাতে ধরেছিলাম।

সোমবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাঁদের সঙ্গে শুধু কথা বলতে এসেছিলাম। কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। এরপর আমি যখন ওই তরুণীকে বাইরে ডেকে কথা বলতে চাই, তখন সে আমাকে গালিগালাজ করে এবং হঠাৎ করে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে।’’’’

প্রিয়ঙ্কা আরও বলেন, ’’’’তাঁর স্বামী সৌরভ খারাপ মানুষ ছিলেন না। ওই তরুণীর পাল্লায় পড়েই এই অবস্থা হয়েছে। সাত বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার পর এখন তাঁর সঙ্গে কথাই বলেন না সৌরভ।’’’’

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, হামলার কারণে গুরুতর জখম হওয়ার পর হাসপাতালের ইএনটি বিভাগে প্রিয়াঙ্কার চিকিৎসা করা হয়।

রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে কোনও শিল্পে বাধা না দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির (এসএলআইএসসি) বৈঠকে এই নির্দেশ দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দফতরের সঙ্গে দফতরের সমন্বয় রাখতে হবে। সব দফতরের সচিবেরা এখানে আছেন। এক মাসের মধ্যে অনুমতি দিতে হবে সব ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেলে। দেরি হলে কিন্তু পস্তাতে হবে। কোথাও কোনও বাধা থাকলে তা সমাধান করার কাজ আপনাদের। রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি মুখ্যসচিবকে বলব আমায় সঠিক সময়ে রিপোর্ট জমা দেবেন। বাংলার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের দেখতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নদের বলব কোনও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কাজে বাধা দেবেন না। শিল্পপতিদের বলব কেউ টাকা চাইলে দেবেন না, আর হঠাৎ করে ছাঁটাই করবেন তাও চলবে না।

তিনি বলেন, নাইট টাইমে ওয়াচ টাওয়ার বাড়াতে হবে। সিসিটিভি গুলো যেন ঠিক থাকে। নজর বাড়াতে হবে।

বিদেশে চাকরি, মিজোরাম বিধনসভায় পেশ স্থানীয় যুবকদের নিয়োগে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী বিল

আইজল, ৩ মার্চ (হি.স.) : যুবকদের বিদেশে চাকরির জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে মিজোরাম বিধানসভায় আজ সোমবার একটি বিল পেশ করা হয়েছে। রাজ্যের শ্রম, কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা দফতরের মন্ত্রী লালনঘিংলোভা মার ‘মিজোরাম প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এজেন্সি (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০২৫’ বিধানসভায় পেশ করেছেন। সংশোধিত বিলটি পেশ করে মন্ত্রী লালনঘিংলোভা মার বলেছেন, এই বিল বেসরকারি নিয়োগ সংস্থাগুলির কার্য্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে যাতে যুবাদের রাজ্যের বাইরে, বিশেষ করে অন্যান্য দেশে, গৃহস্থালির কাজ সহ বৈধভাবে চাকরির জন্য পাঠানো যায়। তিনি বলেন, বিলটি কার্য্যকর হলে বেসরকারি প্লেসমেন্ট এজেন্সিগুলিকে সরকারের কাছে নিবন্ধন করে লাইসেন্স নিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, কতিপয় মিজো মহিলা, যাঁদের অবৈধভাবে বিদেশে, বিশেষ করে সিরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে গৃহকর্মের জন্য পাঠানো হয়েছিল, সেখানে আইনি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পর বিলটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, গত বছর মিজোরাম সরকার কেন্দ্রের সহায়তায় সিরিয়া এবং অন্যান্য আরব দেশ থেকে গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত বেশ কয়েকজন মহিলাকে উদ্ধার করেছিল। তবে প্রস্তাবিত সংশোধিত এই আইনে এজেন্সিগুলিকে ভারতের অভ্যন্তরে যে কোনও মহিলাকে গৃহকর্মী হিসেবে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে, জানান মন্ত্রী মার।

২০১৫ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ‘মিজোরাম প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এজেন্সি (নিয়ন্ত্রণ) আইন’ প্রণয়ন করেছিল, বলেন মন্ত্রী লালনঘিংলোভা। এছাড়া আজ ‘মিজোরাম ইয়ুথ কমিশন বিল, ২০২৫’ শীর্ষক আরেকটি বিলও পেশ করেছেন মন্ত্রী লালনঘিংলোভা মার। প্রসঙ্গত, লালনঘিংলোভা মার ক্রীড়া ও যুব পরিষেবা এবং আবগারি ও মাদকদ্রব্য মন্ত্রকের দায়িত্বও পালন করছেন।

এদিকে অন্য এক নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, মন্ত্রী লালনঘিংলোভা মার আগামী ৬ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল ও শস্য থেকে ওয়াইন এবং বিয়ার বিক্রি ও উৎপাদনের অনুমতি দেওয়ার জন্য বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা আইন সংশোধনের জন্য একটি বিলও পেশ করবেন।

মাদারিহাটে বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ৩ মার্চ (হি.স.): মাদারিহাটের বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হল তাঁদের, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কী কারণে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা, তা স্পষ্ট নয়। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মাহুত বিনোদ ওরাওয়ের স্ত্রী সোমবার সকালে দুটি ঘরে তিনজনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। মৃতেরা হলেন বছর বাহান্নর মা, বছর তিরিশের ছেলে এবং ভাইপো।

বিনোদের দাবি, রবিবার রাতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করেন তাঁরা। পারিবারিক অশান্তি ছিল না বলেও দাবি তাঁর। প্রাথমিকভাবে অনুমান, মৃত তিনজনের একজন বাকি দুজনকে খুন করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন।

বাড়ির সামনে থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ছাই পাওয়া গিয়েছে। পরিবারের দাবি, বিবেক তাঁর সমস্ত শংসাপত্র পুড়িয়ে দেন। চাকরি পাচ্ছিলেন না বলে সম্ভবত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। সে কারণে চরম সিদ্ধান্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস যদিও এখনই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যমৃত্যু নিয়ে কিছু বলেননি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানান তিনি।

রাহানে কেকেআরের নেতৃত্ব দেবেন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার ডেপুটি নিযুক্ত

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): ২০২৫ সালের আইপিএল মরশুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) অজিঙ্ক রাহানেকে অধিনায়ক এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেছে। অধিনায়ক হওয়ার পর রাহানে বলেন, ’কেকেআরকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্মানের। এবার আমাদের দলটা ভালো এবং আমি শিরোপা রক্ষার জন্য সবার সঙ্গে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

২২ মার্চ ইডেন গার্ডেনে কোহলির রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আইপিএল ২০২৫ পরিক্রমা শুরু করবে কেকেআর। কেকেআর এখন পর্যন্ত তিনটি আইপিএল শিরোপা জিতেছে (২০১২, ২০১৪, ২০২৪) এবং ২০২১ সালে রানার-আপ হয়েছিল তারা।

শ্রবণশক্তি বজায় রাখতে আরও সতর্ক হওয়ার আর্জি চিকিৎসকদের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): কানের ব্যাপারে আম জনতার সচেতনতা তুলনামূলক অনেকটাই কম। সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করলেন ‘দ্য অ্যাসোশিয়েশন অফ অটোল্যারিঙ্গোলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া’ (এওআই)-র বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)—র হিসেবে এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষের কানে শোনার সমস্যা আছে। এর মূলে আছে হেড ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে শুরু করে শব্দ দূষণ এবং কিছু ক্রনিক কানের অসুখ। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ৩ মার্চ দিনটিকে ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ‘হু’।

এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা বলেন, উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসায় কানের অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। ভারতীয় ইএনটি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট ইএনটি সার্জন ডা. দ্বৈপায়ন মুখার্জি জনগণকে শ্রবণ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ‘বিশ্ব শ্রবণ দিবস’ পালনের আহ্বান জানান।

দ্বৈপায়নবাবু জানান, মানুষের জীবনে দেখার মতো শোনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একবার যদি শ্রবণক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তাকে আগের অবস্থায় আনা প্রায় অসম্ভব।। হিয়ারিং এড বা ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ফেরানো মুশকিল। তাই শুধু শিশুদের নয় সকলেরই স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি বজায় রাখতে সচেতন থাকা উচিৎ।

অতিরিক্ত হেড ফোন ব্যবহার কানে শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির এক অন্যতম কারণ। নাগাড়ে হেড ফোন, ইয়ার ফোন জাতীয় জিনিস কানে গুঁজে রাখলে সাময়িক ভাবে কানে শোনার উপলব্ধি ও তীক্ষ্নতা কিঞ্চিৎ কমে যায়। এরকম হতে হতে ক্রমশ শ্রবণ ক্ষমতা স্থায়ী ভাবে কমতে শুরু করে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই ব্যাপারটা চট করে বোঝা মুশকিল।”

ডা. মুখার্জি জানান, হেডফোন না ব্যবহার করাই ভাল, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে টানা ২ ঘন্টার বেশি হেড ফোন ব্যবহার উচিৎ না। এই নিয়ম না মানলে অডিটরি নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি সকলকে এবিষয়ে সচেতন হয়ে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তির অধিকারী হতে আহ্বান জানান।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে ২০২০ সালে ভারতবর্ষে কমবেশি ১৮২.৪ মিলিয়ন (১৮ কোটির বেশি) মানুষ হেড ফোন ব্যবহার করতেন। ২০২৫ এর শেষে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২৪৪.৮ মিলিয়ন (প্রায় সাড়ে ২৪ কোটি)। এই প্রেক্ষিতে হেড ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিৎ বলে জানালেন ইএনটি সার্জন ডা. উৎপল জানা।

এওআই-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার কোষাধ্যক্ষ ডা. স্নেহাশিষ বর্মন বলেন, এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেসের পক্ষ থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। সংস্থার অধিকর্তা প্রোফেসর (ডা.) অতুল গোয়েল জানান, সার্কুলারটিতে প্রত্যেক রাজ্য সরকার, মেডিক্যেল কলেজ, ইএনটি চিকিৎসক সংগঠন সহ প্রত্যেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

এওআই -এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ডা. অজয় কুমার খাওয়াস জানান যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে হেডফোন, ব্লুটুথ, ইয়ার প্লাগ ব্যবহার অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় যুবসমাজের মধ্যে বধিরতার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। ওয়ার্ল হিয়ারিং ডে-তে কানে শোনার ব্যাপারে সচেতন হতে হেডফোন ব্যবহারে কিছু নিয়ম মেনে চলার আবেদন করা হয়েছে, একই সঙ্গে নিয়মিত কান পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

হেডফোন ও ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার প্রসঙ্গে নির্দেশিকাটি হল — * নাগাড়ে হেডফোন ব্যবহার করার ব্যাপারে নিরস্ত করতে হবে, কেননা এর থেকে সাময়িক ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ভাবে বধিরতার ঝুঁকি থাকে।

*নিতান্ত প্রয়োজনে ৫০ ডেসিবলের কম মাত্রার শব্দ কম্পাঙ্ক যুক্ত হেড ফোন ব্যবহার করা উচিৎ।

*টানা ২ ঘন্টার বেশি হেড ফোন ব্যবহার চলবে না, এর মধ্যে মাঝে মাঝে ব্রেক নিতে হবে।

*মানানসই মাপের হেডফোন লো ভলিউমে চালিয়ে শোনা ভাল।

*বাচ্চাদের টিভি দেখার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিৎ, নইলে মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যহত হবে এবং বাচ্চার আচার আচরণ অস্বাভাবিক থাকবে।

*ছোটদের অনলাইন গেম খেলার ব্যাপারে নজর দিতে হবে, বিশেষত উচ্চস্বরে যে সব গেম খেলা হয় সেগুলির শব্দ ও সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ।

*সামাজিক মাধ্যমে কম সময় দিয়ে পরিবারকে বেশি সময় দিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।

*বড়সড় ইভেন্ট হোক বা মাঝারি ধরণের, ইভেন্ট ম্যানেজারকে নির্দেশ দিতে হবে যে শব্দ যেন ১০০ ডেসিবল মাত্রা না ছাড়ায়। ইভেন্ট হোক বা ডিজে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরী।

*নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি কান পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিৎ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এওআই-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ডা. অজয় কুমার খাওয়াস, কোষাধ্যক্ষ ডা. স্নেহাশিষ বর্মন ও দেশের প্রথম সারির কয়েকজন ইএনটি চিকিৎসক। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষকে নিজেদের শ্রবণ ক্ষমতা সুরক্ষার সম্পর্কে সচেতন হতে বার্তা দেন। তাঁরা বলেন উপরের নির্দেশিকা মেনে চললে একদিকে যেমন বধিরতার সমস্যা কমবে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা সুরক্ষিত থাকবে।

জমি বন্টনের জন্য কার্য্যকরী ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): জমি বন্টনের জন্য কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। সোমবার নবান্নে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির (এসএলআইএসসি) বৈঠকে তিনি এই নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের জমি বন্টনের বিষয়টি পনেরো দিনের মধ্যে করতে হবে। স্বশাসিত সহায়তা গোষ্ঠীর জন্য জেলায় জেলায় ১ একর জমি দেওয়া হচ্ছে। সেখানে পিপি মডেলে (যৌথ সহযোগিতায়) আপনারা প্রকল্প তৈরি করুন। আমাদের দুটি তলা দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ছ’টা বড় অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হবে। জমি পড়ে আছে। দখল হয়ে যাচ্ছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে আমাদের দেখাতে হবে। কোনও জমি ব্যবহার হচ্ছে না, দখল হয়ে যাচ্ছে এটা দফতরের প্রধান সচিবের দেখার দায়িত্ব। যেগুলো পড়ে আছে আমাদের নজরে আছে। সাত দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। নাহলে ওই দফতরে তাঁর থাকার কোনও অধিকার নেই।

বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল সিপিএমের

বারুইপুর ,৩ মার্চ (হি.স.) : বারুইপুরে সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কার্য্যালয়ে সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ আচমকাই তালা মেরে দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। যাদবপুর কান্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিলের পাশাপাশি বারুইপুর পদ্মপুকুর এলাকায় সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ করে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করে একদল তৃণমূল কর্মী।

সেখানে সিপিএম কর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও হয় তাঁদের। এরপর সিপিএম কার্য্যালয়ের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে সেখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ঝান্ডা ঝুলিয়ে দেয় তৃণমূল। কিছুক্ষন পর সিপিএমের তরফ থেকে সেই তালা ভেঙে ফেলা হয়। এবং সিপিএম কার্য্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে পদ্মপুকুর দলীয় কার্য্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বারুইপুর রাসমাঠ পর্যন্ত সংগঠিত করেন সিপিএম নেতৃত্বরা। সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলির মত নেতৃত্ব উপস্থিত সেই মিছিলে। তৃণমূল ৭০ এর দশক ফিরিয়ে আনতে চাইছে বলে দাবি করেছেন কান্তি গাঙ্গুলি। অন্যদিকে সুজনের দাবি এলাকার কিছু তৃণমূল নেতা ফুটেজ খাওয়ার জন্য এই কাজ করে প্রচারে আসতে চাইছেন।

সময়ের মধ্যে গতি এনে কাজ করতে আলোচনাসভায় নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): সময়ের মধ্যে, গতি এনে কাজ করতে হবে সরকারি দফতরগুলিকে। সোমবার নবান্নে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির (এসএলআইএসসি) বৈঠকে এই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমি মনে করি কোনওরকম সরকারি ভাবে দেরি করা যা‌ে না। সিরিয়াসলি সবটা ভাল করে দেখতে হবে। স্টাডি করতে হবে। তারপর মুখ্যসচিব সেগুলি নিয়ে আমার কাছে আসবেন। এখন দিন পালটেছে। আজকের জনতা পাল্টেছে। জমি, অগ্নিনির্বাপন, পরিবেশ দফতরকে আমি বিশেষ নজর দিতে বলব।

তিনি বলেন, “এটা প্রথম স্টেট লেভেল সিনার্জি বৈঠক। মুখ্যসচিব বলেছেন ১৫ দিনের মধ্যে এই কমিটি বৈঠক করবেন।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

বাসন্তী, ৩ মার্চ (হি.স.) : এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয় এক যুবককে গ্রেফতার করল বাসন্তী থানার পুলিশ। রবিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ওই গৃহবধূ রবিবার বিকেলে বাসন্তী থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

যদিও ধৃত যুবকের দাবি তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছে ওই গৃহবধূ ও তাঁর স্বামী টাকা চেয়েছিল, সেই টাকা না দেওয়ায় মিথ্যা অভিযোগ করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

বাসন্তীতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

বাসন্তী, ৩ মার্চ (হি.স.) : বাসন্তীতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক যুবক। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঝোড়ো মণ্ডল নামে ওই যুবক। বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা গ্রামের ঘটনা। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , সেই সময় বাড়িতে কেউই ছিলেন না। বাড়িতে তাঁর মা ফিরে এসে দেখেন ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে ছটফট করছে। পাশে পড়ে রয়েছে বিষের বোতল। তড়িঘড়ি স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে কী কারণে ছেলে বিষ খেল বলতে পারছেন না মা।

গোসাবায় নদী বাঁধে ধস, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

গোসাবা,৩ মার্চ (হি.স.) : অমাবস্যার কটালের জেরে এবার বাঁধে ধস নামলো গোসাবায়। গোসাবার দয়াপুর মৌজায় সুকুমারি এলাকায় গোমোর নদীর বাঁধে ধস নামে সোমবার সকালে। প্রায় ৫০ মিটার এলাকা জুড়ে ধস নেমেছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এই ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। এদিন সকালে আচমকা নদী বাঁধে ধস নামে। ঘটনার খবর পেয়ে সেচ দফতর দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজে হাত লাগায়। গোসাবার বিডিও জানিয়েছেন বাঁধ মেরামত করা হয়েছে দ্রুত।

জম্মু ও কাশ্মীরে আগুনে ভস্মীভূত ৪টি বাড়ি

শ্রীনগর, ৩ মার্চ (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগাম জেলার ওয়াগুরায় এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ওয়াগুরার গণাই মহল্লা এলাকায় আগুন লাগে। প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন ধরে, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আরও ৩টি বাড়িতে, ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
দমকল বাহিনীর একাধিক দমকল ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। তবে তার আগেই ৪টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ভারত ও বেলজিয়ামের সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল সম্পর্ক : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): ভারত ও বেলজিয়াম সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল সম্পর্ক ভাগ করে নেয়। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে ভাল ও স্থিতিশীল সম্পর্ক রয়েছে। ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার দিল্লিতে বেলজিয়ামের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভোটের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে বেলজিয়ামের সঙ্গে ভারতের ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন জয়শঙ্কর। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই বৈঠকে সেমিকন্ডাক্টর, এআই এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির ক্ষেত্রেও আলোচনা হয়েছে।

ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব তথাগত

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।
সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিৎকার করে বলেন যে হরিয়ানা, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যের বাসিন্দাদের নাম পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর কাউন্সিলরদের সব ভুয়া নাম চিহ্নিত করে মুছে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন।
'দাওয়াতে ইসলাম' খ্যাত জনাব ফিরহাদ হাকিম এবং অন্যরা তাঁদের কাজে নেমে পড়েন এবং দেখেন যে হরিয়ানার ভোটারদের পরিবর্তে প্রকৃত বাঙালি ভোটারদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। অবশ্যই সব হিন্দুর নাম।"
এই অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এখনও কোনও পূর্ণসময়ের সভাপতি না থাকার বিষয়েও মন্তব্য করেছেন তথাগতবাবু। এই বার্তা তিনি যুক্ত করেছেন বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা এবং বিজেপি-র দলীয় এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গে।

"পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি লেখাপড়ার জন্য নয়", মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের পঠনপাঠনের অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি লেখাপড়ার জন্য নয়। ধর্মঘট, বিপ্লব, সংগ্রাম, মানছি না-মানব না, চলছে-চলবে ইত্যাদি কর্মবিমুখ অন্তঃসারশূন্য বামপন্থী চিৎকারের জন্য। এর মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা সেই সব তথাকথিত ছাত্রের, যাদের সামনে ছাত্রজীবন শেষ হলে পার্টিবাজি বা তোলাবাজি ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ নেই। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য কলেজের আর্টস ফ্যাকাল্টি।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কল্যাণপুরে ধৃত তীর জুয়ার এজেন্ট ইন্দ্রজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ মার্চ: পূর্ব পরিকল্পিত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কল্যাণপুর থানার পুলিশ থানা এলাকার সুপরিচিত তীর জুয়ার এজেন্ট জনৈক ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাসকে হাতেনাতে আটক করেছে।
গোটা বিষয় নিয়ে কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার দাবি করেছেন প্রতিনিয়ত পুলিশ গোটা এলাকার সার্বিক আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে নিরন্তর ভাবে তীর জুয়া সহ অসামাজিক যাবতীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রেখেছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে আজ হাতেনাতে ইন্দ্রজিৎকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে এবং সেই সাথে তির জুয়ার কাজে ব্যবহৃত মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রভাব জেলাস্তরে

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩ মার্চ (হি.স.): সোমবার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যাদবপুরের বিশৃঙ্খলা পরবর্তী এই প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেন কলকাতার পুলিশ সুপার মনোজ বর্মা। পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে 'অ্যাকশন' নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে, বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রভাব জেলাস্তরে পড়তে দেখা গিয়েছে।
সোমবার সকালে ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মেদিনীপুর কলেজে। প্রাতঃ বিভাগের পড়ুয়ারা কলেজে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ধর্মঘট সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। দু'পক্ষের বাদানুবাদ এবং সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করা হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত—ও।
ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। পরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়েও উত্তেজনা ছড়ায়। এআইডিএসও-র তরফে ধর্মঘটের পিকেটিং চলছিল সেখানে। ওই সময়ে সংগঠনের জেলা সম্পাদক তনুশ্রী বেজ-সহ আট জনকে পুলিশ আটক করে।

নীতীশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা আরিফের, দীর্ঘায়ু কামনা করলেন রাজ্যপাল

পাটনা, ৩ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান হঠাৎ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জন্মদিন ছিল ১ মার্চ। তবে সেই সময় রাজ্যপাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। সোমবার তিনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান ও তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

হিমাচলে আবহাওয়ার অবনতি, তুষারপাত ও বৃষ্টির সতর্কতা

শিমলা, ৩ মার্চ (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের বেশিরভাগ স্থানে ঘন মেঘ, কিছু এলাকায় বৃষ্টি ও তুষারপাত চলছে। আবহাওয়া দফতর ৪ মার্চ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের সতর্কতা জারি করেছে। সোমবারের জন্য কমলা এবং মঙ্গলবারের জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা গড়ে ০.৬ ডিগ্রি হ্রাস পেয়েছে। কেলংয়ে সর্বনিম্ন -১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আগামী দু'দিন ঠান্ডা বজায় থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে। তুষারধসের কারণে লাহৌল-স্পিতির জোবরাং গ্রামের কাছে চিনাব নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়েছে। নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সেতুর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। এছাড়া চম্বার পাঙ্গি উপত্যকায় তুষারপাতের কারণে যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। প্রশাসন এক গুরুতর অবস্থার রোগীকে এয়ারলিফ করে মানালি পাঠিয়েছে। জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে।

শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে দর্শনার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিক, দর্শন সময়ে পরিবর্তন

অযোধ্যা, ৩ মার্চ (হি.স.) : মহাকুম্ভের পর দর্শনার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিক হতেই সোমবার থেকে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট মন্দিরের দর্শন সময়সূচি প্রায় আগের মতো করে দিয়েছে। সোমবার থেকে নতুন সময়সূচি কার্যকর হয়েছে। তীর্থ ক্ষেত্রের ট্রাস্টি ডঃ অনিল মিশ্র জানিয়েছেন, প্রতিদিন ভোর ৪টায় মঙ্গলা আরতি হবে। এরপর ৪.১৫ থেকে ৬টা পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে। সকাল ৬টায় শৃঙ্গার আরতি, ৬.৩০ থেকে ১১.৫০ পর্যন্ত দর্শন হবে।
এরপর ১২টা পর্যন্ত রাজভোগের জন্য দরজা বন্ধ থাকবে। দুপুর ১২টায় ভোগ আরতির পর ১২.৩০ পর্যন্ত দর্শন চলবে, তারপর ১টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ থাকবে। বিকেল ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৫০ পর্যন্ত দর্শনের পর ৭টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ রেখে ভোগ নিবেদন করা হবে। সন্ধ্যা ৭টায় সন্ধ্যা আরতি অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর রাত ৯.৪৫ পর্যন্ত দর্শন চলবে (রাত ৯.৩০-এ ডি-১ থেকে প্রবেশ বন্ধ)। রাত ৯.৪৫ থেকে ১০টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ রেখে ভোগ নিবেদন করা হবে। ড. মিশ্র জানিয়েছেন, রাত ১০টায় শয়ন আরতি সম্পন্ন হবে এবং ১০.১৫-এ মন্দিরের দরজা বাকি রাতের জন্য বন্ধ করা হবে।

যাদবপুরে অশান্তিতে হাই কোর্টে মামলা, মঙ্গলে শুনানির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এবার এই ঘটনার জল গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছে। মঙ্গলবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। মামলাকারীর দাবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ঘটনায় পুলিশ নিষ্ক্রিয়। অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে ২টি করেছে পুলিশ। বাকি ৫টি এফআইআর তৃণমূলের তরফ থেকে করা হয়েছে।
মামলাকারীর অভিযোগ, বাম ছাত্রদের কোনও অভিযোগ জমাই নেয়নি পুলিশ। অথচ তাদের মেসগুলিতে তল্লাশির নামে হেনস্তা করা হচ্ছে। অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এই মর্মে কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষ কর্মসূচি

আগরতলা, ৩ মার্চ: ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীকে সফল করতে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সভাপতি আশীষ কুমার সাহার উপস্থিতিতে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ ভট্টাচার্য জানান, প্রদেশ কংগ্রেস মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আগামী ৮ই মার্চ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
এছাড়াও, কর্মসূচীতে সাংসদ সপ্তগিরি সংকর উলাকা উপস্থিত থাকবেন বলেও জানিয়েছেন মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী।

স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন বিশালগড় মহকুমার কার্য্যালয়ের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম , ৩ মার্চ: রক্তদানে উৎসাহ বাড়ছে যুবক ও যুবতীদের। মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের চাহিদা পূরণে রক্তদান শিবিরের বাইরেও অপরিচিত মানুষকে রক্তদানের মধ্য দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসছে বিশালগড় মহকুমা কার্য্যালয়। সেই সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান প্রশাসন। বিশালগড় মহকুমা কার্য্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত সোমবার সকালে রক্তদান শিবিরে এইভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী।
উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। সোমবার বিশালগড় মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই মহতী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ এখনও পর্যন্ত ফ্যাক্টরিতে রক্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। তাই এই মূল্যবান জিনিসের যোগানের একমাত্র উপায় একমাত্র রক্তদান।
তাই এই মহৎদানে সকলের এগিয়ে আসতে হবে। উক্ত শিবিরে মহকুমার বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসে। ৪২জন এই মেগা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করে। প্রসঙ্গত, গতমাসে ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে ডিএম অফিসে। সোমবার ডিএম অফিসের চেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে, তাক লাগিয়ে দেখালো বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্য পরিবহন মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
পর্বে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন পরিবহন দপ্তরের সচিব ও ট্রান্সপোর্ট কমিশনার।

এক বছরের ব্যবধানে নারী

● প্রথম পাতার পর
অর্থাৎ নন-মেট্রো অঞ্চলে এই হার ৪৮ শতাংশ এবং মেট্রো অঞ্চলে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালে, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় সমস্ত স্ব-পর্যবেক্ষণকারী মহিলাদের সংখ্যা ৪৯ শতাংশ ছিল, দক্ষিণাঞ্চলে ১০.২ মিলিয়ন ছিল। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ সহ উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে গত পাঁচ বছরে সক্রিয় মহিলা ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার (সিএজিআর) দেখা গেছে।
২০১৯ সাল থেকে, ব্যবসায়িক ঋণ উৎসগুলিতে মহিলাদের অংশ ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বর্ণ ঋণে তাদের অংশ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যবসার ঋণগ্রহীতাদের ৩৫ শতাংশ মহিলা। তবে, ঋণে অনীহা, দুর্বল ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা, ঋণ প্রস্তুতির বাধা এবং জামানত এবং গ্যারান্টারদের সাথে সমস্যার মতো চ্যালেঞ্জগুলি অব্যাহত রয়েছে। ক্রমবর্ধমান ঋণ নিয়ে সচেতনতা এবং উন্নত স্কোরের সাথে, মহিলাদের অনন্য চাহিদা অনুসারে লিঙ্গ-স্মার্ট আর্থিক পণ্য সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে।

প্রেমিকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ মামলা

● প্রথম পাতার পর
অভিযুক্ত জয়দীপ দেবনাথ মেয়েটির কাছ থেকে বহু টাকাও নিয়েছে। পরে ওই মেয়েটি যখন জয়দীপ দেবনাথকে বিয়ে করার কথা বলে তখন সে অস্বীকার করে।
এদিকে অভিযুক্ত জয়দীপ দেবনাথের বাবা জগদীশ দেবনাথ বিএমএস - এর রাজ্য নেতা এবং তার মা উষা দেবনাথ শাসক দলের মহিলা মোর্চার একজন সক্রিয় নেত্রী। মেয়েটি গত কিছুদিন আগে স্ত্রীর মর্যাদা চেয়ে জয়দীপ দেবনাথের বাড়িতে যায়, সেখানে তার সাথে খারাপ আচরণ করে জয়দীপ দেবনাথ সহ তার বাবা মা এমনকি তাকে বিয়ে করতেও অস্বীকার করে বলে অভিযোগ জানিয়েছে ওই মেয়ে। পরে বাধ্য হয়ে মেয়েটি সোমবার বিকেলে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় জয়দীপ দেবনাথের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে মামলা দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগকারীকে আশ্বাস দিয়েছে এই বিষয়ে তারা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলেও।

ধলিয়ারকান্দি পঞ্চায়েতের প্রধান

● প্রথম পাতার পর
দলের চারজন পঞ্চায়েত সদস্য নিভাস নম, খলিলুর রহমান, জসিম আলী, বাসিরুন নেছা এবং বিজেপি দলের দুইজন পঞ্চায়েত সদস্য জয়ারানী নম, ফাতেমা বেগম এই ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য মিলে পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ প্রধানের বিরুদ্ধে উনকোটি জেলা পঞ্চায়েত অফিসার ডেভিড.এল হালামের নিকট লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে জেলা পঞ্চায়েত অফিসার নিজেই স্বীকার করেছেন। অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়ার পঞ্চায়েত সদস্য জসিম আলী সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান যে, পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ প্রধান পঞ্চায়েত এলাকায় কোনো ধরনের উন্নয়ন মূলক কাজ করাচ্ছেন না, উনারা প্রতিদিন পঞ্চায়েত অফিসে আসেন না এবং প্রধান ও উপ প্রধান দুজনেই বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে রয়েছেন। তাই পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।

শরিক দলগুলিকে নিয়েই এডিসি নির্বাচনে লড়বে

● প্রথম পাতার পর
বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সিপিআইএম সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাছাড়া, এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আগামী স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপির শরিক দলগুলির সাথে হাত করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে।

মায়ানমার সীমান্ত থেকে উদ্ধার অপহৃত

● প্রথম পাতার পর
পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র শিক্ষক বন্ধু বান্ধব আরক্ষা প্রশাসন সকলেই ইকবালকে উদ্ধার করার কাজে, যার যেখানে যে সুযোগ ছিলো সেভাবে অনুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
প্রায় প্রত্যেকে সামাজিক মাধ্যমে ইকবালের নিরুদ্দেশের খবর ছড়িয়ে দেয়। সবার উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত মোবাইল টাওয়ার লোকেশন জানা যায় সে মায়ানমার সীমান্তের কাছে মিজোরামের মুলপুই অবস্থান করছে। এই খবর পাওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিক, পরিচিত লোকজন যারা মিজোরাম বা মুলপুইয়ে আছে তাঁদের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আসামের হাফিজগঞ্জের আলতাফ হোসেন ও নিলাম বাজারের আব্দুল বাচিত নামে দুই নির্মাণ শ্রমিক ইকবালকে উদ্ধার করে মিজোরামে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।
সে বাড়িতে আসার পর সিপিএম দলের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, মহকুমা কমিটির সম্পাদক রতন রায়, সিপি আই(এম) উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য শীতল দাস, সিপিআই(এম)ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সদস্য মোহিতোষ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা দিন মজুর ইউনিয়নের ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সম্পাদক আব্দুল কালাম, ডিওয়াইএফআই চূড়াইবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি উত্তম নাথ, সিআইটিইউ কর্মী শংকর দত্ত,কৌশিক তড়াৎ, ইকবালের বাড়িতে ছুটে যায়। পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে কুশল ও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানানো হয়।
সিপিএম দলের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা, আসাম এবং মিজোরাম সরকারের কাছে ইকবাল অপহরণ কাণ্ডের জন্য অবিলম্বে যৌথ পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুত তদন্ত টিম গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। অপরাধীদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করা হয়েছে। ইকবাল হোসেন এবং তার পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করারও দাবী করা হয়েছে। প্রতিটি আন্তর্জাতিক এবং ইন্টার স্টেট চেক পোস্টে নজরদারি বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগে বন্ধ হল রাস্তার কাজ

● প্রথম পাতার পর
বরাত পায়। লংলিরপাড় এলাকায় মোট ৬১৫মিটার রাস্তার কাজের জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দেড় কোটি টাকায় ৬১৫ মিটার রাস্তা নির্মানের সাথে একটি ব্রীজ এবং রিটেনিং ওয়াল ও ড্রেন স্থাপন করা হবে এবং প্রায় দশ ফুট প্রসস্থ রাস্তা নির্মান করা হবে। ঠিকাদার কাজের বরাদ্দ পাবার পর প্রথমে মাটি ফেলা শুরু করে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজের শুরুতে মাটি ফেলার পর পাশের এলাকার বনরাজ সিনহা হঠাৎ করে প্রকাশ্য দিনের বেলায় বাঁশের তৈরি বেড়া রাস্তার উপর বসিয়ে দেন এবং কাজ বন্ধ রাখার জন্য শ্রমিকদের জানিয়ে দেন।
দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে উপযুক্ত রাস্তার অভাবে এলাকাবাসীরা নানান দুর্ভোগের শিকার হবার পর অবশেষে রাস্তার কাজ শুরুর পর গোটা এলাকাবাসীরা আনন্দিত হলেও ফের দুশ্চিন্তায় ভুগছেন এলাকাবাসীরা। তবে, কাজে বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারে বনরাজ সিনহাকে জিজ্ঞেস করলে উনি জানান যে, উনিও চান লংলিরপাড় এলাকায় রাস্তা নির্মান হউক। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এলাকাবাসীরা উনার জায়গার উপর দিয়েই চলাফেরা করছেন। যে জায়গায় রাস্তা নির্মান হচ্ছে সেখানে উনার একাত্তর শতক জায়গা রয়েছে। অথচ, দপ্তরের পক্ষ থেকে উনার সাথে কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা না করে উনার জুত জায়গা একুয়ার না করে কিংবা উনাকে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না দিয়ে জোর করে দপ্তর রাস্তা নির্মানের কাজ শুরু করে দিয়েছে।
কাজ শুরুর পূর্বে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে উনি দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে মৌখিকভাবে আলোচনা করার পরও উনার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ না করে কিংবা জায়গার মূল্য না দিয়ে কাজ শুরু করায় উনি উকিল নোটিশ ধরিয়ে তেসরা মার্চ নিজেই রাস্তার কাজে বাঁধা দিয়েছেন। বনরাজ বাবু প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন যে, এলাকায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কোনো ধরনের ছোট বড় গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। তাই উনি নিজেও চান এলাকায় স্থায়ী বড় রাস্তা হউক। তবে, উনার নিজের একাত্তর শতক জুত জায়গার ন্যায্য মূল্য দিয়ে রাস্তা নির্মান করা হউক। আর, যতক্ষন অব্দি ন্যায্য মূল্য পাবেন না ততক্ষণ অব্দি রাস্তা নির্মানের কাজ বন্ধ থাকবে বলে জানান বনরাজ সিনহা।
অভিযোগ লংলিরপাড় এলাকায় যে ঠিকাদার রাস্তার কাজ করাচ্ছেন উনি এতটাই প্রভাবশালী যে, প্রকাশ্য দিনের বেলায় বিদ্যুৎ চুরি করে হুক লাইন ব্যবহার করে লোহার রড কাটচ্ছেন এবং অন্যান্য কাজেও বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের ম্যানেজ করে বিদ্যুৎ দপ্তরকে বুড়ি আংগুল দেখিয়ে জৈনক ঠিকাদার এভাবে প্রকাশ্য দিনের বেলায় বিদ্যুৎ চুরি করছেন। এখন দেখার বিষয় , আদৌ লংলিরপাড় এলাকায় রাস্তা নির্মান হয় কিনা।

রাজ্যে বন্ধ নেই বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ

● আটের পাতার পর
নাম বিশ্ব দাস এবং দেবাশিস কুমার দাস, তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তাদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইন (পাসপোর্ট অ্যাক্ট) অনুযায়ী ৩৬ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং উদয়পুর আদালতে তাদের প্রেরণ করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বেড়ে যাওয়া উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

ফের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে থাবা বসলো চোরের দল

● আটের পাতার পর
আন্দোলন সংঘটিত করবে বলে জানায়। অবশ্য পুলিশও বসে নেই, একের পর এক চুরি ও ডাকাতি কান্ডের কিনারা করতে রাতের ঘুম উবে গেছে। এরপরেও চোরের দল নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য সম্প্রীতি থানা এলাকার গোবিন্দপুরে সেনার পোশাক পড়ে ভয়ংকর ডাকাতি কান্ডে জড়িত একের পর এক ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাতদের জালে তুলছে পুলিশ। আর ইতিমধ্যেই ফের চুরি কান্ড সংগঠিত করছে চোরের দল।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ
রোমাঞ্চকর ১ রানে জয়ী হয়ে রানার্স সংহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠে সম্পূর্ণ খেলাটা সম্পন্ন হলে ব্লাড মাউথ হয়তো জিতে যেতো। কিন্তু নিয়মের গ্যারাকলে শেষ ১১ টি বল খেলা হয়নি। রোমাঞ্চকর ভাবে ভাইটাল ম্যাচে সংহতি জয় পেয়েছে ঠিক এক রানের ব্যবধানে। ম্যাচ জিতেছে সংহতি। সুপার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন কিন্তু ব্লাড মাউথ ক্লাব। শেষ ম্যাচে পরাজয় সত্ত্বেও রান রেটের নিরিখে ব্লাড মাউথ বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খেতাব জিতে নিয়েছে। তবে ডিএলএস মেথডে এক রানের ব্যবধানে জয়ী হওয়ার সুবাদে সংহতি পেয়েছে রানার্স আপ শিরোপা। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে সংহতি নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রীদাম পালের অনবদ্য শতরান দলের স্কোর যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তোলে। শ্রীদাম ১০৫ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১২৪ রাউন্ড সংগ্রহ করে। ব্লাডমাউথের বোলার দীপ্তনু চক্রবর্তী ৪০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের ব্যাটার্সরা সমান্তরালে রান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসলেও শেষ পর্যায়ে যখন জয়ের জন্য ১১ বলে ১১ রানের প্রয়োজন, ঠিক তখনই মন্দালোকের কারণে ম্যাচ অফিশিয়ালসখেলা থামিয়ে দিতে বাধ্য হন। ক্রিকেটের আধুনিক নিয়ম অনুসারে ডিএলএস মেথডে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪৮.১ করা হলে লক্ষ্যমাত্রা ২৬৪ রান ধার্য করা হয়। অতঃপর ব্লাড মাউথের ৪৮.১ ওভারে আট উইকেটে ২৬২ রান সংগ্রহের সুবাদে সংহতিকে এক রানের ব্যবধানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ব্লাড মাউতের পক্ষে আনন্দ ভৌমিকের ৮৯ রান এবং প্রিয়াংশু গৌরব শ্রীবাস্তবের ৪৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। আনন্দ ৯০ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৮৯ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। প্রিয়াংশু ৩৯ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৮ রান পায়। বোলিংয়ে সংহতির অজয় সরকার ৩৫ রানে এবং রানা দত্ত ৪৭ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং শত রানের সৌজন্যে শ্রীদাম পাল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দুর্লব, রিয়াজুদ্দিনের শতরান
হার্ভেকে হারিয়ে তৃতীয় জেসিসি

হার্ভে- ২৩৬ জে সি সি-২৩৭/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় পেলো জে সি সি। দশ ম্যাচ খেলে ৬ টিতে। রয়েছে তৃতীয় স্থানে। দুর্লব রায় এবং রজত দে-র দুরন্ত ব্যাটিংয়ে হার্ভের বাধা টপকালো জে সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে সি সি জয়লাভ করে ২ উইকেটে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে হার্ভের গড়া ২৩৬ রানের জবাবে জে সি সি ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের দুর্লব রায় প্রথমে বল হাতে ১ উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে শতরান করেন। এছাড়া দলনায়ক রজত দে করেন অর্ধশতরান। সোমবার সকালে টসে জয়লাভ করে হার্ভেকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রন জানান জে সি সি-র অধিনায়র রজত দে। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর দলকে লড়াই করার স্কোরে নিয়ে যেতে মূখ্য ভূমিকা নেন রিয়াজ উদ্দিন।

ষষ্ঠ উইকেটে অমিত চৌহানকে নিয়ে ১০৩ রান যোগ করে রিয়াজ দলকে লড়াই করার স্কোরে নিয়ে যান। রিয়াজ ১১৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৪ এবং অমিত ৫০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রান করেন। ওই দুজন ছাড়া স্বরব সাহানি ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫,তেজশ্বী জশোয়াল ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং অর্কজিৎ রায় ৫০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। জে সি সি-র পক্ষে বিক্রম দেবনাথ ৩৪ রানে ৩ টি এবং দেবরাজ দে ৪৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি ৩০.২ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দুর্লব রায় ৮২ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে চোখঝলসানো ১০২ রান করেন। এছাড়া দলনায়ক রজত দে ৪৭ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩, হিমাংশু সিং ৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং বিক্রম দেবনাথ ১৪ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। হার্ভে ক্লাবের পক্ষে বিজয় গোহিল ৪১ রানে ৩ টি,রিতায়ন দে ৩৪ রানে ২ টি এবং স্বরব সাহানি ৭২ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে দুর্লব পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবলের কোয়ার্টার
ফাইনাল ও সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মূল পর্বের লড়াই এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে ত্রিপুরা পুলিশ আয়োজিত অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল সোমবার থেকে মূল পর্বের খেলা শুরু হয়েছে আগামীকাল পুরুষ বিভাগের চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বেলা আড়াইটায় জম্পুই জলা মাঠে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আসাম পুলিশ খেলবে বিএসএফের বিরুদ্ধে। একই সময়ে মোহনপুর তোলা বাগান মাঠে ওপর কোয়ার্টার ফাইনালে সিআইএসএফ এবং গোয়া পুলিশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল সন্ধ্যা ৭:০০ টায় মশালকে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে আসাম রাইফেলস খেলবে পাঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধে। তবে এর আগে বেলা আড়াইটায় একই মাঠে অপর সেমি কোয়ার্টার ফাইনালে সিআরপিএফ মেঘালয়ের বিজয়ী দলের সঙ্গে কেরালা মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য সোমবারে প্রতিযোগিতার থ্রি কোয়াটার ফাইনালের লড়াইয়ে কেরালা মনিপুরকে হারিয়ে আসাম রাইফেল এস এস বিকে হারিয়ে পাঞ্জাব সিকিমকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে একইভাবে সিআইএসএফ আসাম গোয়া এবং বিএসএফ যথাক্রমে তামিলনাড়ু মিজোরাম আইটিবিপি এবং রাজস্থানকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। এদিকে আগামীকাল মহিলা বিভাগের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে সাতটায় প্রথম সেমিফাইনালে আসাম রাইফেলস খেলবে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। সকাল সাড়ে নয়টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এসএসবি খেলবে মণিপুরের বিরুদ্ধে।

সেমিফাইনালে নামার আগে
ভারতের মাথাব্যথা যেখানে

এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনটি ম্যাচে ভারত জিতলেও পাঁচটি জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন জায়গায় উন্নতি করতে হবে রোহিত শর্মাদের।নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগেই সেমিফাইনালে জায়গা পাকা হয়ে গিয়েছিল ভারতের। রবিবারের ম্যাচ ছিল শুধু প্রতিপক্ষ ঠিক করার। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনটি ম্যাচে ভারত জিতলেও পাঁচটি জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন জায়গায় উন্নতি করতে হবে রোহিত শর্মাদের।

এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রথম ম্যাচ থেকেই ভারতীয় দলের ফিল্ডিং প্রশ্নের মুখে। একের পর এক ক্যাচ ফেলছিলেন রোহিতেরা। ফিল্ডিং নিয়ে সমস্যা যে কাটেনি তা রবিবারও দেখা গেল। বিশেষ করে যে ম্যাচে গ্লেন ফিলিপ্স, কেন উইলিয়ামসন অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিলেন, সেখানে বরুণ চক্রবর্তীকে লুকিয়ে রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না রোহিত। ব্যাট হাতে নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটারেরা খুঁজে খুঁজে যেন ভারতীয় স্পিনারের দিকে বল মারছিলেন। তাঁর দৌড়ে গতি নেই, শরীর ছুড়ে ক্যাচ নেওয়ার ক্ষমতাও নেই। এত স্লথ এক জন ক্রিকেটারকে সেমিফাইনালে খেলালে ফিল্ডিং নিয়ে চিন্তা থাকবে ভারতের। সেই সঙ্গে উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুল কোন বল ধরতে পারবেন, কোনটি পারবেন না বোঝা মুশকিল। ফলে কখনও যদি ব্যাটে খোঁচা লেগে স্পিনারদের বল তাঁর হাতে যায়, তিনি ধরতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। তিনটি ম্যাচে ছ’টি ক্যাচ ফেলেছে ভারত।

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও উইকেট পাননি রবীন্দ্র জাডেজা। প্রথম উইকেট পান রবিবার। নিউ জিল্যান্ডের টম লাথাম রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে আউট হয়ে যান। কিন্তু জাডেজা যে ফর্মে নেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। দুবাইয়ের মন্থর পিচে তিনি গায়ের জোরে বল করার চেষ্টা করছিলেন, যা উল্টে ব্যাটারদের সুবিধা করে দিচ্ছিল। উইকেট না পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খেয়েছে তাঁর। সেই কারণেই বলের গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেমিফাইনালের আগে রবিবার একটি উইকেট পাওয়ায় সুবিধা হয়েছে। তবে আত্মবিশ্বাস ফিরেছে কি না সেটা মঙ্গলবার বোঝা যাবে।মিডল অর্ডারে লোকেশ রাহুলকে খেলাচ্ছে ভারত। ঋষভ পন্থকে বসিয়ে রেখে খেলানো হচ্ছে রাহুলকে। কিন্তু তিনি তিনটি ম্যাচে ৬৪ রান করেছেন মাত্র। নট আউট ছিলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান করতে পারেননি। রবিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও পারলেন। বড় ম্যাচে তাঁর ব্যাটে রান না থাকলে সমস্যা। শুরুতে পর পর উইকেট চলে গেলে মিডল অর্ডারে ইনিংস গড়ার এক জনকে প্রয়োজন। সেই কাজটা রাহুল করতে পারেননি। সেমিফাইনালেও রান না পেলে সমস্যা হবে ভারতের।ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে ১০০-র উপর স্ট্রাইক রেট শুধু রোহিত এবং হার্দিক পাণ্ড্যের। ভারত সব ম্যাচ খেলছে দুবাইয়ে। সেখানে বল ঠিক মতো ব্যাটে আসছে না। থমকে যাচ্ছে। যে কারণে দ্রুত রান তোলা কঠিন। কিন্তু তা-ও আর একটু স্ট্রাইক রেট ভাল থাকলে ভারত বড় রান তুলতে পারত। সেমিফাইনালে কখনও যদি দ্রুত রান তোলার প্রয়োজন হয়, তখন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও দুবাইয়ের পিচে দ্রুত রান তোলা কঠিন। নক আউটে ভারতের প্রতিপক্ষকেও সেই সমস্যার মুখে পড়তে হবে।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ শামি। কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচে উইকেট পাননি। কিন্তু রান দিয়েছেন। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও উইকেট পাননি।

সুপার ডিভিশনে জয়ের হ্যাটট্রিক হলেও ট্রফি অধরা ফুলিঙ্গের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্ফুলিঙ্গ ক্লাব জয় পেয়েছে। ফিরতি লীগে টানা তৃতীয় জয়। জয়ের হ্যাটট্রিক। হারিয়েছে দুর্বলতার ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। ডাবল লীগের পুরো দশ ম্যাচের কোনটিতে জয়ী হতে না পারা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ১৩৪ রানের ব্যবধানে হারিয়ে স্ফুলিঙ্গ দারুন জয় পেলেও এবারের মতো সাফল্য কিন্তু অধরা রয়ে গেল স্ফুলিঙ্গের। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভম ঘোষের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি এবং শংকর পালের ৬০ রান এবং শাবন রাপার্কা-র ৪৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। শুভম ১০৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০২ রান সংগ্রহ করে। শংকর পাল ৮৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬০ রান পায়। শাবন ৪৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৪৩ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ২৮.১ ওভার খেলে ১২৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে জয়দীপ ভট্টাচার্য সর্বাধিক ২৩ রান পায়। ফুলিঙ্গের বোলার অপূর্ব বিশ্বাস ১৫ রানে চারটি, শংকর পাল ২৩ রানে তিনটি এবং শুভম ঘোষ চল্লিশ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শুভম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

মারাদোনার মৃত্যু রহস্যের শুনানির আগে আতঙ্কে স্ত্রী-কন্যা

তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে বছর চারেকের বেশি সময় আগে। কিন্তু আজও ভক্তদের মধ্যে সদা উজ্জ্বল দিয়েগো মারাদোনার স্মৃতি। সেই সঙ্গে রয়েছে উত্তর না পাওয়া প্রশ্নও। তাঁর মৃত্যুর প্রধান কারণ কী চিকিৎসার অবহেলা? সেই ট্রায়াল শুরু হওয়ার কথা ১১ মার্চ থেকে। তার আগে মাফিয়ারা ভয় দেখাচ্ছে মারাদোনার পরিবারকে। এমনটাই অভিযোগ কিংবদন্তির মেয়ে দালমার।

আর্জেন্টিনার আদালতে শুনানি শুরুর আগে দালমার দাবি, “আমার মা খুব ভয় পাচ্ছে। যে মাফিয়ারা টাকা আর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা আমার মাকে ভয় দেখাচ্ছে।” কিন্তু তারপরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি। ন্যায়বিচারের পথ থেকে কিছুতেই সরবেন না। সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন দালমা। তাঁর বক্তব্য, “আমার কিচ্ছু যায়ে আসে না। আমি জানি, আমি কাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। আমি চুপ করে থাকব না। আমরা চাই সবাই সত্যিটা জানুক। আমার মা প্রায়ই বলে, ‘চুপ থাক। কোনও কথা বলবি না। আমি ভয় পাচ্ছি।’ কিন্তু আমি চুপ থাকব না। বাবার জন্য এটা করতেই হবে।”

সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার মারাদোনা প্রয়াত হন ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর। মৃত্যুর পরই পূর্ণ তদন্তের দাবি জানান তাঁর আইনজীবী। অভিযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থায় অবহেলা করা হয়েছে। ঠিকঠাক চিকিৎসা পেলে হয়তো মৃত্যু এড়ানো যেত। মোট ২০ জন চিকিৎসক ছিলেন তাঁর দেখভালের জন্য। ২০২২ সালের মার্চে তদন্ত শুরুও হয়। তার পর আটজনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ দেওয়া হয়।প্রথমে শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল গত বছরের জুন মাসে। পরে তা পিছিয়ে করা হয় অক্টোবরে। কিন্তু সেটা ফের পিছিয়ে দেওয়া হয় এবছরের মার্চ মাসে। অভিযোগের কাঠগড়ায় যাঁদের তোলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পারিবারিক চিকিৎসক ও নিউরোসার্জেন লিওপোল্ডো লুক

ভরসা জোগানো শ্রেয়স অভিমানী

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫৬। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭৯। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু’টি অর্ধশতরান হয়ে গেল শ্রেয়স আয়ারের। রবিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর একটু ধৈর্য দেখাতে পারলে শতরানও আসতে পারত। অথচ, বছরখানেক আগে এই শ্রেয়সকেই ‘অবাধ্য’ বলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। সেই কঠিন সময়ে তিনি সকলকে পাশে পাননি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেশের হয়ে ভাল খেললেও অভিমান দূর হচ্ছে না ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটারের। ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপে খেলেছিলেন শ্রেয়স। তার পর বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু শ্রেয়স ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলে তাঁর তৎকালীন আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাকমরসুম শিবিরে যোগ দেন। ফলে ২০২৩-২৪ সালে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা থেকে বাদ পড়েন তিনি। দল থেকেও বাদ পড়েন। পরে অবশ্য ফিরেছেন। নিজের জায়গা পাকা করেছেন। কিন্তু সেই সময়টা কঠিন ছিল তাঁর। সে কথা জানিয়েছেন শ্রেয়স। নিউ জিল্যান্ড ম্যাচের পর তিনি বলেন, “কয়েকটা মাস আমার খুব খারাপ গিয়েছিল। তখন সকলকে পাশে পাইনি। খুব কম লোককেই পাশে পেয়েছিলাম। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, নিজেকেই লড়তে হবে।” শ্রেয়সের কথা থেকে স্পষ্ট, এখনও অভিমান যায়নি তাঁর।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে পর পর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন শ্রেয়স। সেই সময় তাঁর মানসিকতা কী ছিল সেই কথাও জানিয়েছেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, “ক্রিজে অনেক ক্ষণ ছিলাম। হাত জমে গিয়েছিল। জানতাম, ক্রিজে থাকলে রান আসবে। শুরুতে একটু ধীরে খেলেছি। যত সময় গড়িয়েছে হাত খুলেছি। ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত খেলব। কিন্তু খারাপ শট খেলে আউট হয়ে গেলাম। সেটাই খারাপ লাগছে।”

ভারতের হয়ে এই ম্যাচে খেলেছেন বরুণ চক্রবর্তী। পাঁচ উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। কিন্তু বরুণ যে এই ম্যাচে খেলবেন, তা আগে বুঝতে পারেননি শ্রেয়স। তিনি বলেন, “আমি জানতাম না বরুণ খেলবে। অনুশীলনের সময় শুনতে পাচ্ছিলাম, এক জন অতিরিক্ত স্পিনার খেলানো হতে পারে। কিন্তু কাকে খেলানো হবে তা জানতাম না। দল নির্বাচনের দায়িত্ব গম্ভীর ভাই ও রোহিত ভাইয়ের। ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে যে বরুণকে খেলিয়ে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

ভারতকে সাকলায়েনের চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স, মুখোমুখি লড়াই, দলীয় অর্জনসবকিছুতেই ভারতের চেয়ে পিছিয়ে পাকিস্তান। এ নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হেসেখেলে হারিয়েছে ভারত। এ—ই যখন অবস্থা, তখন ভারতকে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পাকিস্তান কিংবদন্তি সাকলায়েন মুশতাক। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন সংস্করণেই ১০টি করে ম্যাচ খেলে ভারত ভালো দল কি না, তা প্রমাণ করতে বলেছেন সাবেক এই স্পিনার।

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান সর্বশেষ ওয়ানডে জিতেছে ২০১৭ সালে। সেই বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। এরপর বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ ও সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি মিলিয়ে ভারতের বিপক্ষে ৭টি ওয়ানডে খেলেছে পাকিস্তান, যেখানে হেরেছে ৬টিতে, অন্যটি পরিত্যক্ত।তোমরা যদি এতই ভালো হও, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে ১০ টেস্ট, ১০ ওয়ানডে ও ১০ টি-টোয়েন্টি খেলো। তাহলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।২০১১ সাল থেকে ভারত ও পাকিস্তান মোট ১৭টি ওয়ানডে ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে, যার মধ্যে ভারত জিতেছে ১২টি, পাকিস্তান মাত্র ৪টি, একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত। সর্বশেষ ৫ টি-টোয়েন্টিতেও ভারত জিতেছে ৩ ম্যাচে।

সাদা পোশাকের ক্রিকেটের প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রাখলেও চলছে। কারণ, সর্বশেষ এই দুটি দেশ টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে ২০০৭ সালে। বাকি দুই সংস্করণে ভারত সাম্প্রতিক ফর্মে এগিয়ে থাকলেও তাদের প্রমাণ দিতে বললেন সাকলায়েন।পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ২৪ নিউজ এইচডি চ্যানেলে মুশতাক বলেছেন এভাবে, ‘তাদের ক্রিকেটাররা ভালো। তারা দারুণ ক্রিকেট খেলছে।

কিন্তু তোমরা যদি এতই ভালো হও, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে ১০ টেস্ট, ১০ ওয়ানডে ও ১০ টি-টোয়েন্টি খেলো। তাহলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।’পাকিস্তানের হয়ে ৪৯৬ উইকেট নেওয়া এই স্পিনার আরও বলেছেন, ‘আমরা যদি ভালো প্রস্তুতি নিই, সঠিক পথে কাজ করি, তাহলে ভারতকে ও বিশ্বকে মোক্ষম জবাব দিতে পারব।’সাকলায়েনের আত্মবিশ্বাসের কারণ হতে পারে সব মিলিয়ে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স। ওয়ানডে ও টেস্ট দুই সংস্করণেই মুখোমুখি লড়াইয়ে পাকিস্তান এগিয়ে।

ওয়ানডেতে ভারতের ৫৮ জয়ের বিপরীতে পাকিস্তান জিতেছে ৭৩টি। টেস্টে পাকিস্তান জিতেছে ১২টিতে, ভারত ৯টি। অবশ্য দুই দলের মধ্যে হওয়া টেস্ট ড্র হয়েছেই বেশি৩৮টি। তবে টি-টোয়েন্টিতে ভারত এগিয়ে। ভারতের ৯ জয়ের বিপরীতে পাকিস্তানের জয় মাত্র ৩টিতে।

ভারতের বিরুদ্ধে সেমির আগে
নতুন স্পিনার অস্ট্রেলিয়া দলে

দুবাইয়ের মাঠে স্পিনের দাপট দেখাচ্ছে ভারত। মঙ্গলবার সেই মাঠেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে অস্ট্রেলিয়া দলে এলেন নতুন স্পিনার। কুপার কোনোলিকে দলে নিয়েছে তারা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার সময় পায়ের পেশিতে টান ধরে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটার ম্যাথু শর্টের। পরে ব্যাট করতে নামলেও দেখে বোঝা যাচ্ছিল, পায়ের চোট তাঁকে ভোগাচ্ছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, সুস্থ হয়ে উঠবেন শর্ট। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে তাঁর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে তাঁর পরিবর্ত ক্রিকেটার নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

সাধারণত, কোনও ব্যাটারের বদলে ব্যাটারকেই নেওয়া হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সে পথে হাঁটেনি। তারা এমন এক জনকে নিয়েছে যিনি ব্যাট করার পাশাপাশি বলটাও করতে পারেন। অর্থাৎ, অলরাউন্ডারের ভূমিকা পালন করেন। কুপার তেমনই ক্রিকেটার। মিডল অর্ডারে ব্যাট করেন। পাশাপাশি বাঁহাতি স্পিনও করেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ছ’টি ম্যাচ খেলেছেন ২৪ বছরের এই ক্রিকেটার।

দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে বেশি স্পিনার দেখা যেতে পারে। দলে এমনিতেই অ্যাডাম জাম্পা, তনবীর সঙ্গের মতো স্পিনার আছে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ট্রেভিস হেডও স্পিন করেন। এ বার যদি কুপারকে তারা প্রথম একাদশে রাখে তা হলে পাঁচ স্পিনার খেলানো যাবে। সেই পরিকল্পনাই হয়তো করেছে অস্ট্রেলিয়া।

২০০৯ সালের পর আবার কোনও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। শেষ বার ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এ বার আরও একটি আইসিসি ট্রফি জেতার লক্ষ্যে স্টিভ স্মিথেরা। সেই কারণেই হয়তো দলে স্পিনার বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

সোসাইদাদকে ৪ গোলে
হারিয়ে লা লিগার শীর্ষে বার্সা

সুযোগ কাজে লাগাল বার্সেলোনা। আগের দিন রিয়াল বেটিসের কাছে হেরে পয়েন্ট হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে বার্সার কাছে সুযোগ ছিল আবার লা লিগার শীর্ষে ওঠার। সেটাই করলেন হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। রিয়াল সোসাইদাদকে ৪-০ গোলে হারাল বার্সা। অন্য দিকে খারাপ সময় কাটছেই না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। এ বার এফএ কাপ থেকে বিদায় নিল তারা। টাইব্রেকারে ফুলহ্যামের কাছে হেরে বিদায় নিতে হল ব্রুনো ফের্নান্দেসদের।

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণের চাপ ছিল বার্সার। বাধ্য হয়ে কিছুটা গা-জোয়ারি খেলছিল সোসাইদাদ। গতি আটকাতে গিয়ে বার বার ফাউল করছিলেন আরিৎজ এলুসতোন্দো। ১৭ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তিনি। তার পরেই ভেঙে পড়ল সোসাইদাদের রক্ষণ। ২৫ মিনিটের মাথায় বার্সার হয়ে প্রথম গোল করেন জেরার্ড মার্টিন। চার মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল মার্ক কাসাদোর। ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় বার্সা।

দ্বিতীয়ার্ধে ৫৬ মিনিটের মাথায় বার্সার তৃতীয় গোল করেন রোনাল্ড আরাউজো। তার চার মিনিট পর দলের শেষ গোল করেন রবার্ট লেয়নডস্কি। গোটা ম্যাচে বলের দখল ছিল বার্সার পায়েই। সোসাইদাদ সারা ক্ষণ গোল বাঁচানোর চেষ্টা করে যায়। তার পরেো হার আটকাতে পারেনি তারা।

এই জয়ের ফলে ২৬ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষে বার্সেলোনা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ২৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৬। সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রত্যেকেরই এখনও ১২টি করে ম্যাচ বাকি। সুতরাং এই ছবিও বদলে যেতে পারে আগামী দিনে।

এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোল করে ফুলহ্যামকে এগিয়ে দেন কেলভিন বাসে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রুনোর গোলে সমতা ফেরায় ম্যান ইউ। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও ফয়সালা না হওয়ায় টাইব্রেকার হয়। সেখানেই হারে ম্যান ইউ।

টাইব্রেকারে ভিক্টর লিন্ডেলফ ও জোশুয়া জির্কজির শট বাঁচিয়ে দেন ফুলহ্যামের গোলরক্ষক বার্নড লেনো। তার খেসারত দিতে হয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। প্রিমিয়ার লিগে খারাপ জায়গায় রয়েছে ম্যান ইউ।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সোমবার নয়াদিল্লিতে লোকসভার এবসেন্স কমিটির সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের পৌরহিত্য করেন ওই কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।। দিল্লি সফরে গেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। এদিনের এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আলোচনা হয়েছে ত্রিপুরা এবং হিমাচল প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করার বিষয়ে।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ-২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ বিশালগড় ব্লকের রাস্তারমাথা খেলার মাঠে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর ও মনের বিকাশ ঘটে। তাই ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমে শরীর চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রধান অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে আজকের দিনে খেলাধুলার মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন নিবিড় অনুশীলন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা সমীর দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন গকুলনগর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান রিক্তা পাল মল্লিক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা, চড়িলাম ব্লকের বিডিও কৃত্তিকা সাহা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির সিপাহীজলা জেলার আইকন রিমা বেগম প্রমুখ। অনূর্ধ ১০ এবং ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা খো খো, কবাডি, এথলেটিক্স এবং ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় জেলার ৩টি মহকুমা থেকে ৩১২ জন ছেলেমেয়ে অংশ নেয়।

রাজ্যে বন্ধ নেই বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ মার্চ।। উদয়পুর শালগরা এলাকায় দুই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার রাতে আরকেপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে জানা যায়, তারা গত তিন মাস আগে পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে অবৈধভাবে ভারত প্রবেশ করেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার কৃতদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমিঅধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ মার্চ।। রেল ক্রসিং- এর জায়গার জন্য জমিঅধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান ঘটালেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। রেল ক্রসিং এর জায়গা করার জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা ঘীলাতলি এলাকায় কৃষক, গৃহস্থ এবং মহকুমা প্রশাসনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে জায়গা সহ গাছগাছালি বাবত অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলা চলছিল জমির দর কষাকষি নিয়ে।

সোমবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা কার্যালয়ে এসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের নিয়ে মহকুমা শাসকের সাথে বৈঠক করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

বৈঠকে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে যে ঝামেলা চলছিল সেটি দীর্ঘক্ষণ আলোচনাক্রমে সমাধান হয়। কারণ বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষজন সহ কৃষকদের যেন না ক্ষতি হয় সেই দিকে কাজ করে চলেছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, তিনি খুবই আনন্দিত দীর্ঘদিনের সমস্যাটি সুরাহা করে মোট ২৬ জন কৃষক ও গ্রহস্থদের তাদের প্রাপ্য অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে সপ্ত দিবসীয় এনইপি ২০২০ এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে সম্ভাবনা - বিষয়ক কার্যশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে ৩ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত সপ্তদিবসীয় এনইপি- ২০২০ এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে সম্ভাবনা- বিষয়ক কার্যশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ একলব্য পরিসরে এই শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কার্যশালার উদঘাটন সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের (তিরুপতি) অধ্যাপক প্রফেসর শ্রীপদ ভাট মহোদয়। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় এনইপি- ২০২০ গুরুত্ব আরোপ করেন। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এনইপি- ২০২০ হল একটি নীতি যার লক্ষ্য ভারতে শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সাধন করা। এটি জুলাই ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। এনইপি- ২০২০ হল একুশ শতকের ভারতের প্রথম শিক্ষানীতি। উচ্চ শিক্ষায়, এনইপি- ২০২০ শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং সুপারিশ প্রদান করে যার মধ্যে রয়েছে বহুবিভাগীয় এবং সামগ্রিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন, জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানসম্পন্ন গবেষণার প্রচার এবং প্রসার ।কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের (ত্রিপুরা) নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র মহোদয় উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে, এনইপি- ২০২০ এবং উচ্চশিক্ষার ব্যাপকতায় সংস্কৃত ভাষার প্রসারতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই অনুষ্ঠানে একলব্য পরিসরের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। শান্তিমন্ত্রের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

আগরতলা - মুম্বাই রুটে সরাসরি বিমান পরিষেবা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীর আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।।আজ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু'র সাথে সাক্ষাৎ করেছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাক্ষাতে রাজ্যের বিমানের যাত্রীদের স্বার্থে একগুচ্ছ দাবি উত্থাপন করেন তিনি।

এই দাবির মধ্যে রয়েছে আগরতলা থেকে মুম্বাই রুটে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু, আগরতলা-নয়াদিল্লী রুটে বিমান চলাচলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরকে অতি শীঘ্রই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব।

বিমান ভাড়া নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ''রাজ্যের বিমানযাত্রীদের আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য আকাশছোঁয়া বিমান ভাড়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।'' এছাড়াও, আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে নতুন বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী। এছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শীঘ্রই দীর্ঘ বছর ধরে পরিত্যক্ত কৈলাসহর বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসবেন বলে জানান। বিমান ভাড়ার একটি মাপকাঠি ও সীমারেখা সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকা বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার আশ্বাসও প্রদান করেন তিনি।

রেজিষ্ট্রেশন নম্বর আড়াল করে নেশা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। গতকাল গভীর রাতে টাকারজলা থানাধীন জমাদার পাড়া এলাকায় এমনি একটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। তবে পুলিশ আসার আগেই পালায় অভিযুক্ত চালক। ধারণা করা হচ্ছে পাচার কাজে ব্যবহৃত হয় সেই গাড়ি।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর আড়াল করে নেশা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই ঘটনায় গতকাল গভীর রাতে টাকারজলা থানাধীন জমাদার পাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নেশা বাণিজ্যের কাজে একসাথে চলা ৮টি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় বাকি গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে ওই দুর্ঘটনা গ্রস্থ গাড়ি থেকে অবৈধ নেশা সামগ্রী অন্য গাড়িতে তুলে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

এদিকে, খবর পেয়ে আজ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন টাকারজলা থানার ওসি রথিন্দ্র দেববর্মা সহ পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।তবে এলাকাবাসীদের বক্তব্য, প্রত্যেকদিন রাতের আঁধারে টাকারজলা ও জম্পুইজলা সড়কে কাজে লাগিয়ে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী পাচার করে যাচ্ছেন নেশা কারবারীরা।

ধনঞ্জয় ত্রিপুরার শহীদান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।। ককবরক ভাষা আন্দোলনের কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরার ৫১-তম শহীদান দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন আগরতলা সিপিএম রাজ্য কার্যালয়ে বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ন কর সহ অন্যান্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাছাড়া, ধনঞ্জয় ত্রিপুরার শহিদান দিবসে ধনঞ্জয় পার্কে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রী চৌধুরী বলেন, ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি সহ চার দফা দাবিতে মিছিল করায় ১৯৭৫ সালের ৩ মার্চ জোলাইবাড়িতে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার এসে ১৯৭৯-সালের ১৯ জানুয়ারি ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষার মর্যাদা দেয়। তারপর পর থেকে আজকের দিনে গণ মুক্তি পরিষদ এবং সিপিএমের তরফ থেকে শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরার শহীদান দিবস পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিবছরের মতো এবছরও শহীদ ধনঞ্জয় পার্কে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর বলেন, গত ৫০ বছর আগে ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি সহ চার দফা দাবিতে কংগ্রেসের আমলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তাছাড়া, ওই আন্দোলন জাতি জনজাতিরাও আহত হয়েছিল। বর্তমানে বিজেপি ও তিপরা মথা জাতি, উপজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছে। থানসার নাম করে অনুপজাতি বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে। অপরদিকে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার উপজাতিদের প্রভাবিত করছে বলে অভিযোগ তুললেন তিনি।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আজ উচ্চতর মাধ্যমিকে বিজনেস স্টাডিস / এডুকেশন / ফিজিক্স, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের এডুকেশন এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলোজি''র ইসলামিক হিস্ট্রি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের ৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সব পরীক্ষাস্থল শান্তিপূর্ণ ছিল। আজ পরীক্ষায় বসেছিল ১৮,৮৩২ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ৮,৬৫৭ জন এবং ছাত্রী ১০,১৭৫ জন। ৫৭ জন ছাত্র ও ৭২ জন ছাত্রী আজ পরীক্ষা দেয়নি। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.৩২ শতাংশ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী আজ সোনামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নলছড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। আগামী ৪ মার্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিমের সোশ্যাল সায়েন্স (হিস্ট্রি ও পলিটিক্যাল সায়েন্স) এবং সোশ্যাল সায়েন্স (ইকোনমিক্স ও জিওগ্রাফি) পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

সাব্রুম রেল স্টেশন পরিদর্শনে এনএফ রেলওয়ের জিএম সহ প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। সাব্রুম রেল স্টেশন পরিদর্শনে গিয়েছেন এনএফ রেলওয়ের জিএম (কনস্ট্রাকশন) অরুণ কুমার চৌধুরী সহ এক প্রতিনিধি দল। এদিন তিনি সাব্রুম রেল স্টেশন এবং মৈত্রী সেতু পরিদর্শন করেন।

এদিন সাব্রুম রেল স্টেশনের অবকাঠামো ঘুরে দেখে মৈত্রী সেতু পরিদর্শন করেন এই প্রতিনিধি দল। মৈত্রী সেতু দিয়ে যে সমস্ত মালামাল আসবে তা ট্রান্সপোর্ট করতে যা প্রয়োজন তার কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান তিনি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তিপ্রা মথা মহিলা ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ৮ মার্চ সকাল ১১ টায় আগরতলা টাউনহলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তিপ্রা মথা মহিলা ফেডারেশন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের সদস্যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান। তারা বলেন, সমাজের নারীদের সম্মান জানাতে এবং তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিপ্রা মথা মহিলা ফেডারেশন রাজ্যের সকল মহিলাদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। ফেডারেশনের সদস্যারা আশা প্রকাশ করেন যে, এই উদ্যোগ নারীদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সহায়ক হবে এবং সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে সচেতনতা বাড়াবে।

কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। কৃষকরা হলেন সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা আমাদের অন্নদাতা। তাই কৃষকদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ মোহনপুর ব্লক প্রাঙ্গণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এগ্রি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

তিনি বলেন, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। সমাজে পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনীভূষণ জমাতিয়া। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন কৃষি দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার স্বপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, লেফুঙ্গা বিএসি''র চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, হর্টিকালচার দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস প্রমুখ।

পাচারকালে জিআরপি-র হাতে গাঁজা সহ গ্রেফতার দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ২১ কেজি ৬৫ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বহিঃরাজ্যের দুই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক তিন লক্ষাধিক টাকা হবে। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি তাপস দাস।

ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন দিয়ে পাচারকারীরা গাঁজা পাচার করতে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে রেল স্টেশনের পার্শবর্তী এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। ওই সময় সন্দেহভাজন দুই মহিলাকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে ২১ কেজি ৬৫ গ্রাম শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক তিন লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত বিহারের বাসিন্দা সুনিতা দেবী (৪৮) এবং রিতা দেবী (৩৫)। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

ফের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে থাবা বসলো চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ মার্চ।। ডাকাতি কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ভয়ানক চুরি বৌদ্ধ মন্দিরে। একদিকে দুর্ধর্ষ ডাকাতি কান্ডে একের পর এক ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাতদের পাকড়াও করছে পুলিশ অপরদিকে চুরি কান্ড অব্যাহত রেখেছে নিশিকুটুম্বের দল।

রবিবার গভীররাতে চুরাইবাড়ি জ্ঞানোদয় বৌদ্ধ বিহারে চোরের দল হানা দিয়ে মন্দিরের সর্বস্ব লুট করে নেয়। মন্দিরের ভিক্ষুরা জানায়, প্রতিদিনের ন্যায় গতরাতেও তারা রাতের খাবার সেরে প্রায় দুইটার পর ঘুমিয়ে পড়েন। যথারীতি মন্দির বন্ধ করে ও তালা দিয়ে রাখেন তারা। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পান মন্দিরের গ্রিল ভাঙ্গা ও সদর দরজা খোলা। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে তারা প্রত্যক্ষ করেন মন্দিরের দুটি দান বাক্স সহ মাইকের মেশিন ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্র নেই। এমনকি মন্দিরের ভিতরের দামী পাথরের বৌদ্ধ মূর্তিগুলিও নিয়ে যায় চোরের দল। এতে খবর পেয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী সহ মন্দির কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারা জানান সব মিলিয়ে প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে খবর দেওয়া হয় চুরাইবাড়ি থানায়ও। সঙ্গে সঙ্গে ওসি খোকন সাহা দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হন এবং সম্পূর্ণ ঘটনার খবর নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দেন। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির ধর্ম অথচ সেখানে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে চোরের দল। তারা আরো জানান, এই নিয়ে পরপর চারবার চুরি-কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে মন্দিরে। কিন্তু কোনবারই নিশিকুটুম্ব দলের টিকির নাগল পায়নি পুলিশ। তাই এবার পুলিশ এই চুরিকান্ড তদন্তক্রমে চোর সনাক্ত না করতে পারলে মন্দির কমিটি ও স্থানীয় এলাকাবাসীরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল ত্রিপুরা স্মল সাইজ নিউজ পেপার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আগরতলায় অল ত্রিপুরা স্মল সাইজ নিউজ পেপার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আগামী দিনের কমিটির কাজের রূপরেখা ঠিক করা হয়।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক ছোট আকারের সংবাদপত্র গুলির উপর যে আঘাত আনার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী দিনে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। এর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কে সময় দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে।

বৈঠকে আলোচনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রতন শীল, সহ-সভাপতি সোমেশ কর্মকার, সম্পাদক চন্দন গাঙ্গুলী এবং সহ-সম্পাদক সঞ্জীব মজুমদার। বড় আকারের পত্রিকা গুলির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ছোট আকারের পত্রিকা গুলির উপর যেন রাজ্য সরকার কোন ক্ষতিকারক পদক্ষেপ না নেয় তার জন্য কমিটি রাজ্য সরকারকে আবেদন জানাবে। এরপর যদি ছোট আকারের সংবাদপত্র গুলির স্বার্থ রক্ষা না হয় তাহলে অ্যাসোসিয়েশন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas